আচার্য্য-ভাস্কর

১০৮ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামী-

প্রভুপাদের পত্রাবলী

[প্রথম-খণ্ড]

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীরূপানুগ-
আচার্য্য-ভাস্কর

১০৮শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামি-

প্রভুপাদের পত্রাবলী

প্রথম খণ্ড

পঞ্চম সংস্করণ

শ্রীব্যাসপূজা বাসর
৫০৫-শ্রীগৌরাব্দ

ভিক্ষা | ৮·০০

প্রকাশক :—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ

(সাধারণ সম্পাদক ও আচার্য্য)

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীচৈতন্যমঠ,

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফোন :—মায়াপুর-২১৬

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ ;

৭০বি, রাসবিহারী এভিনিউ,

কলিকাতা—৭০০০২৬

ফোন :—৪২-২১৬০

"প্রভুপাদের পত্রাবলী"

(১ম খণ্ড-প্রকাশনে)

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পর্য্যটক মহারাজের

অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'সারস্বত প্রেস' হইতে

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিসৌরভ আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

বিষয়		পত্রাঙ্ক
১। অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়	...	১
২। চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার	...	৩
৩। নামভজনকারী ও অর্চকের প্রতি উপদেশ	...	৪
৪। কর্ম জ্ঞানাদির পরস্পর-পার্থক্য	...	৬
৫। পবিত্রতা ও নির্গুণতা	...	৮
৬। নিরপরাধে শ্রীনাম-গ্রহণ	...	১০
৭। উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহ বিচার	...	১১
৮। গুরুবৈষ্ণব-সঙ্গই সর্বাগ্রে কর্তব্য	...	১২
৯। থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সাহজিক মত	...	১৩
১০। গ্রহণকালে বৈধভক্তের কৃত্য	...	১৫
১১। বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ	...	১৬
১২। প্রেমাকুরুক্ষুর সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়	...	১৭
১৩। সাধক-জীবনে জ্ঞাতব্য	...	১৮
১৪। প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত	...	২১
১৫। উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত	...	২৮
১৬। ধর্ম-ব্যবসায়ের প্রতিবাদ	...	৩৩
১৭। শোক-শাতন	...	৩৫
১৮। প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি	...	৩৭
১৯। সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ	...	৩৯
২০। সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিতের মঙ্গলোপায়	...	৪৩
২১। কুরুক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয় ভক্তের কৃত্য	...	৪৭
২২। গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য	...	৫০

বিষয়		পত্রাঙ্ক
২৩। অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত নিরাস	...	৫২
২৪। অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন	...	৬২
২৫। নৃমাত্রাধিকার	...	৬৪
২৬। অর্চনকারীর জ্ঞাতব্য	...	৬৮
২৭। সাংসারিক বিপত্তিতে কর্তব্য কি ?	...	৭০
২৮। সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য	...	৭১
২৯। দুঃসঙ্গ সর্বদা পরিত্যাজ্য	...	৭৩
৩০। জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল	...	৭৫

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

"হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"—শাস্ত্রবাণীর এবং "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"—শ্রীচৈতন্যবাণীর সত্যতা প্রদর্শনের জন্য এক দিব্যকান্তি গৌরজন মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণসহ ৩৮৭ শ্রীগৌরাব্দের ৫ গোবিন্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দের (১৭৯৫ শকাব্দের) ২৩শে মাঘ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে ঋতুরাজ বসন্তের শোভা-সমৃদ্ধ শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের নিকটবর্তী 'নারায়ণছাতার' শ্রীভক্তিবিনোদ-কীর্তন-মুখরিত আলয়ে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় আবির্ভূত হইয়া ৬২ বৎসর ১০ মাস প্রকট-লীলা প্রদর্শন-পূর্বক নব নব উপায় উদ্ভাবনদ্বারা সমগ্র বিশ্বে স্বয়ং ভগবান্ ঔদার্যলীলাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম প্রচারপুরঃসর জন-সাধারণের অতুলনীয় নিত্য কল্যাণের পথ-প্রদর্শনান্তে ৪৫০ গৌরাব্দের ৪ নারায়ণ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১৬ই পৌষ, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে প্রথম যামে (ব্রাহ্মমুহূর্তে) শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন-সহযোগে নিত্যধামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই মহাপুরুষই অস্মদীয় ইষ্টদেব প্রভুপাদ ১০৮শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, যাঁহার পদ্যাবলী, প্রবন্ধাবলী ও বক্তৃতাবলীর ন্যায় পত্রাবলীও শ্রুতি-স্মৃতি-পঞ্চরাত্র-শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বত শাস্ত্রসমূহের সারশিক্ষাসম্বলিত এবং তজ্জন্য গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। তাঁহার সুরম্য সমাধি মন্দির তাঁহার শিক্ষামালা ও তাঁহার ব্যাখ্যাত ভজন সম্বন্ধীয় শ্লোকমালায় সুশোভিত হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে বিদ্যমান।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

শ্রীচৈতন্যদয়ার বৈশিষ্ট্য বর্ণন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গতম পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী স্তব করিয়াছেন,—

"হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু দয়ার মহাসমুদ্র। তিনি জাগতিক উন্নতির কোনও উপদেশ না করিলেও তাঁহার দয়ার তুলনা নাই। তাঁহার করুণায় চিত্তের যাবতীয় সন্তাপ সমূলে উৎপাটিত হয় এবং পরমানন্দ প্রকাশিত হইয়া থাকে; ইহার উদয়ে যাবতীয় শাস্ত্র-বিবাদ প্রশামিত হয়; এই দয়া রস-বর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে এবং ইহার ভক্তিবিনোদা ক্রিয়া সর্বদা শমতা দান করে ও প্রেমের মহাপ্লাবন আনয়ন করে। এই দয়ায় সম্পূর্ণ নির্মলতা ও মাধুর্য্য-মর্য্যাদা বিদ্যমান। এই দয়া অমন্দোদয়া ও অসমোর্দ্ধ্বা। তজ্জন্য সমগ্র বিশ্বের জনগণকে এই দয়ার সমৃদ্ধ হইবার সুযোগ প্রদানের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থান শ্রীধাম মায়াপুরে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও ভারতের বাহিরে মঠরাজের শাখারূপে শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহ স্থাপন করিয়া (১) শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা গিরিধারীর সেবাপ্রকাশ, (২) বহু সংখ্যক লুপ্ততীর্থের উদ্ধার ও সেবা-সমৃদ্ধি বিধান, (৩) বিভিন্ন ভাষায় শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা প্রণয়ন, (৪) স্বীয় ভাষ্যসহ পূর্ব মহাজনগণের গ্রন্থাবলী প্রকাশ, (৫) বিভিন্ন ভাষায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক

পারমার্থিক- বার্তাবহসমূহ প্রবর্তন, (৬) বিভিন্ন স্থানে বিরাট্ আকারে সৎশিক্ষাপ্রদর্শনী উন্মোচন, (৭) বিশ্বের দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচারের জন্য অনুকম্পিত জনগণকে প্রেরণ, (৮) বিপুল আয়োজনের সহিত বিভিন্ন মঠে বার্ষিক হরিস্মরণোৎসবের ব্যবস্থা, (৯) শ্রীভগবান্ ও ভাগবতগণের পূত স্থানসমূহ সংকীর্তন শোভাযাত্রা-সহ পরিক্রমণ, (১০) জনসাধারণকে আহ্বানপূর্বক ব্যক্তিগত আলোচনায় তাঁহাদের সংশয়সমূহ ছেদনদ্বারা হরিভক্তিরসে অভিষিক্ত হইবার সুযোগ প্রদান প্রভৃতি কত প্রকারের কার্যই না করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-কালে গৌড়ীয় গগন আউল-বাউলাদি ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের কুজ্ঝটিকায় এরূপ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, বঙ্গদেশের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে কল্পিত, ভ্রান্ত ও বিকৃত মত পোষণ করিতেন। কেহ বা তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বা উদাসীন ছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া জনসাধারণের সেই ভ্রম অপসারণদ্বারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের নির্মল আলোক প্রদর্শনের যত্ন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ উপরিউক্ত বিবিধ উপায়ে বিপুলভাবে ভক্তিসদাচার প্রচার করিয়া পৃথিবীর শিক্ষিত জনগণকে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্তেই দর্শন শাস্ত্র চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তদীয় অপ্রাকৃত প্রেমধর্মের আলোক নির্মলতায় ও ঔজ্জ্বল্যে তুলনারহিত।

শ্রীল প্রভুপাদ যে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ, তাহা তাঁহার আশৈশব পরমার্থানুশীলনে প্রগাঢ় অনুরাগ হইতেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার সমগ্র জীবনে সমগ্র কার্যের অভ্যন্তরে ভগবৎসেবা দেদীপ্যমান। তাঁহার প্রবন্ধাবলী ও বক্তৃতাবলী যে প্রকার পরমার্থের আলোকে উজ্জ্বল, তাঁহার ব্যক্তিগত পত্রসমূহ ও সেই প্রকার প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতধর্মের

আলোকেই সমৃদ্ধ। বিশেষতঃ পত্রসমূহে পরিপ্রশ্নসমূহের উত্তর সরলভাষায় ব্যক্ত থাকায় তাহা জনসাধারণের সহজবোধ্য ও বিশেষ উপকারী হইয়াছে। তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী শ্রদ্ধালু জনগণের কল্যাণের নিমিত্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছেন কতিপয় বর্ষের মধ্যেই শ্রীপত্রাবলী ১ম খণ্ডের বর্তমান সংস্করণও নিঃশেষ হইয়াছে, সজ্জনগণ যে ইঁহার বিশেষ আদর করিতেছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন— কি সাধক শিষ্যের নিকটে অনর্থনিবৃত্তির উপায়-বর্ণনে, কি জনসাধারণের সাধারণ ভ্রম ও কর্মজড় স্মার্তমতগ্রাহিতা-নিরসনে, কি নাম-ভজনে ও নামাপরাধবর্জনে, কি অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ-বিষয়ে কৃত্রিমতা দূরীকরণে, কি অর্চনের উদ্দেশ্য এবং এতৎসম্বন্ধীয় অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ প্রণালী নির্দ্ধারণে, কি অন্যাভিলাষিতাশূন্য-কর্মজ্ঞানাদ্যনাবৃত-শুদ্ধভক্তির স্বরূপ-প্রদর্শনে, কি প্রাকৃত পবিত্রতা ও অপ্রাকৃত নির্গুণতার পার্থক্য জ্ঞাপনে, কি নিয়ম ও নিয়মাগ্রহের পার্থক্য বিশ্লেষণে, কি ইতর-কর্তব্যতার ছলনায় গুরুবৈষ্ণবগণের সঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন হইতে দূরে থাকিবার প্রচেষ্টা দূরীকরণে, কি প্রেয় ও শ্রেয়ের পার্থক্য প্রদর্শনে, কি প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতারূপ মায়াবদ্ধ ও প্রাকৃত সাহজিক মতসমূহ উদ্ঘাটনে, কি উপরাগকালে শুদ্ধহরিকথা শ্রবণ-বারিতে স্নাত হইবার সৌভাগ্য পরিত্যাগ-পূর্বক কর্মকাণ্ডীয় স্নানের নিমিত্ত ব্যস্ততা সিংহবিক্রমে নিরসনে, কি শ্রীগৌরসুন্দরের গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধের মর্মানভিজ্ঞতাক্রমে আনুকরণিক বৈষ্ণবব্রুবগণের স্মার্ত কর্মগ্রহিতামূল প্রেতশ্রাদ্ধ-নিবারেণ ও মহাপ্রসাদ-দ্বারা বৈষ্ণবশ্রাদ্ধের শ্রেষ্ঠতা-প্রদর্শনে, কি ষড়্‌বেগজয়ী কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণপর বৈষ্ণবের পরহিতকর ক্রোধ-লীলা ও ষড়্‌বেগদাসগণের ক্রোধান্ধতার পার্থক্য-প্রদর্শনে, কি নিজ প্রেমারুরুক্ষু ভক্তকে অসহিষ্ণুতায় সহিষ্ণুতা-শিক্ষাদানে, কি পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের একতাৎপর্য্যপরতা-

প্রদর্শনে, কি পূর্ব ইতিহাস বিস্মরণপূর্বক কৃষ্ণদাসানুদাসরূপে নিত্যভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিবার সরল, স্বাভাবিক ও অমোঘ'উপায় নির্ধারণে, কি নিজ ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনপ্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িক তথ্যোৎঘাটনে, কি উন্নতোজ্জ্বলরসের বিশ্লেষণে ও গৌরনাগরীবাদের অশাস্ত্রীয়তা-প্রদর্শনে, কি শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমদ্ভাগবতের সেবার পরিবর্তে সেবার ভাণে তাঁহাদের দ্বারা অর্থোপার্জনপ্রচেষ্টার নির্ভীক প্রতিবাদে, কি নিরপেক্ষ সত্য বর্ণনদ্বারা শোকসন্তপ্তহৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চনের স্নেহপরায়ণতায়, কি প্রাকৃত নিরীশ্বর-নীতি ও অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি-নীতির পার্থক্য প্রদর্শনে, কি সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় ও অনুসন্ধানমূলক তথ্য প্রদানে, কি সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম-কীর্তনের মহিমা-বর্ণনে, কি গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের বিপ্রলম্ভময়ী সেবার বৈশিষ্ট্য' প্রদর্শনে, কি অসৎসঙ্গ ও তামস-শাস্ত্রের অসৎসিদ্ধান্ত-নিরসনে, কি সাংসারিক বিপত্তির কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে একমাত্র অব্যর্থ মঙ্গলময় পথ শ্রীকৃষ্ণানুশীলন অবলম্বনের সুদৃঢ় উপদেশ প্রদানে, কি জড়াসক্তি ছেদনের অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ চিদ্-বল-সঞ্চারে, কি সাধক জীবনের যাবতীয় বাস্তব জ্ঞাতব্য-বিষয়-বর্ণনে ও সিদ্ধির অকৃত্রিম রাজকীয় পথ-প্রদর্শনে সরল সহজ স্পষ্টভাষায় অভিব্যক্ত শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী তুলনারহিত।

শ্রীল প্রভুপাদের করুণা লাভ করিয়া আমাদের নিত্য আত্মীয়গণ ধন্যাতিধন্য হউন, ইহাই আন্তরিক কামনা।

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর
২৫ পদ্মনাভ, ৪৬৯ শ্রীগৌরাব্দ

নিবেদক
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ

"ভগবৎসেবায় আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার বিচারে একমাত্র কর্তব্য। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই ধন্য। সকল অসুবিধার মধ্যে ভগবৎকথা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোনই নিবেদন নাই।"

—শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী—১০ পৃষ্ঠা

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরা-পুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

—শ্রীল সনাতনপ্রভুর নিকট শ্রীল রূপপ্রভুর পত্র

"ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্তন শ্রবণ করিতে হয়॥"

—শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী—৪৬ পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

অনর্থনিবৃত্তির উপায়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর ব্রজপত্তন
২৪শে ভাদ্র ১৩২২

[জীব কখন অন্যাভিলাষী হয়?—উচ্চ-সংকীর্তন—শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গ—মঙ্গলকামীর বহির্ম্মুখ পারিপার্শ্বিক জনমণ্ডলীর সহিত ব্যবহার।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৫ শ্রীধর তারিখের স্নেহপূর্ণ পত্র যথাকালে পাইয়াছিলাম। নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া কাহারো পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারি নাই।

হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্মী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যায়, সেজন্য সর্বদা ভগবান্‌কে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন। সংখ্যা নির্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্ত হয়, জাড়

প্রভৃতি পলায়ন করে; এমন কি হরিবিমুখ বহির্ম্মুখগণ আর বিদ্রূপ করিতেও পারে না। শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গই ভাল। পরে ভজন শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ স্বতন্ত্র। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়। বিষয়ী লোকেরা কিছুই করিতে পারে না।

শ্রীসজ্জনতোষণী তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইলে আপনার নিকট শীঘ্রই প্রেরণ করিব। ঐ পত্রিকা ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। সময় সময় 'জৈবধর্ম্ম' আলোচনা করিতে পারেন। * * * *

গ্রাম্যকথা লোকমুখে হইতেই থাকিবে, তাহাতে অমনস্ক থাকিবেন। নিজের কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা থাকিলে কোন বাধাবিপত্তি আপনার কিছুই করিতে পারিবে না। 'কল্যাণকল্পতরু,' 'প্রার্থনা', 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ অবকাশমত আলোচনা করিবেন। জগতের বহির্ম্মুখ লোকদিগকে সম্মান করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহার আদর করিতে শিখিবেন না। মনে মনে ত্যাগ করিবেন।

অত্রস্থ কুশল। আপনার ভজনকুশল জানাইবেন।

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—):-:(—

চিত্তবিক্ষেপ সেবাপরাধাদি-বিচার

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর,

১৫ পদ্মনাভ, ৪২৯ শ্রীগৌরাব্দ

[চিত্তবিক্ষেপ দূর করিবার উপায়—প্রাকৃত পবিত্র ও অপবিত্র দ্রব্য ভাগবদ্গ্রাহ্য নহে—শ্রীনামী কোন্ সময় স্বরূপ প্রকাশ করেন ?]

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৫ পদ্মনাভ তারিখের পত্র পাইয়াছি। সময়ের সঙ্কীর্ণতার জন্য বিস্তৃত পত্র লিখিবার আশঙ্কায় বিলম্ব হইল দেখিয়া সংক্ষেপে লিখিতেছি। নির্বন্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণে সকল মঙ্গল হয়, আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন জানিয়া পরমানন্দিত হইলাম। শ্রীনামগ্রহণকালীন জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনাম-গ্রহণে শিথিলতা করিবেন না। শ্রীনাম-গ্রহণের অবান্তর ফল স্বরূপে ক্রমশঃ ঐপ্রকার বৃথা চিন্তা অপনোদিত হইবে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না। অগ্রেই ফলের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোভ কমিয়া যাইবে। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা কিরূপে যাইবে ?

বিলাতী চিনি বা মিশ্রিত ঘৃত অপবিত্র, দেশী খাঁটি চিনি ও অবিমিশ্র ঘৃত পবিত্র। পবিত্র ও অপবিত্র উভয় দ্রব্যই জড়বস্তু। হৃদয়ের ভাবের সহিত দ্রব্যাদি না দিলে ভগবান্ পবিত্র ও অপবিত্র কোন দ্রব্যই গ্রহণ করেন না। সেবাপরাধ যাহাতে না হয়, তদ্রূপ করিয়া সেবা করা কর্তব্য। কায়মনোবাক্যে শ্রীনামের সেবা করিলেই শ্রীনামী পরম মঙ্গলময় স্বরূপ প্রদর্শন করেন।

আশা করি, আপনার ভজন কুশল।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

নামভজনকারী ও অর্চকের প্রতি উপদেশ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া,

৪ দামোদর, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯

[কৃত্রিম-লীলা-স্মরণ—নামে সর্বসিদ্ধি—শ্রীনামই নামগ্রহণকারীর অপ্রাকৃত স্বরূপের রূপগুণ ক্রিয়ার উদয় করাইয়া শ্রীনামের অপ্রাকৃত রূপগুণাদি প্রকাশ করেন—পবিত্রাপবিত্র-বিবেক প্রাকৃত—অপ্রাকৃত-বিবেক বা সেবাময় নির্গুণ-বিচারই ভক্তের গ্রাহ্য ।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ

আপনার ২ দামোদর তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীনাম গ্রহণে আপনার উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে জানিয়া পরমানন্দিত হইলাম। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্তি হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিম ভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না।

নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুঁচিয়া গেলে উহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই আপনি স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন যে, 'নাম' হইতেই সকল সিদ্ধি হয়।

যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ অস্মিতায় স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধরূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধ স্বরূপ উপস্থিত হইয়া নাম উচ্চারিত হইতে হইতেই কৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃত দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ

করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করান। 'নাম-সেবা' বলিলে নামোচ্চারণকারীর নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদিও তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট। কায়মনোবাক্যে নামের সেবা আপনার হৃদয়াকাশে আপনা হইতেই উদিত হইবে। শ্রীনাম কি বস্তু তদ্বিষয়িণী সকল আলোচনা আপনা হইতে নামোচ্চারণকারী, হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শাস্ত্র-শ্রবণ, পঠন, ও তদ্বিষয়ক অনুশীলন দ্বারা শ্রীনামের স্বরূপ উদিত হন। এ সম্বন্ধে অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে আপনার সকল বিষয় স্ফূর্তি লাভ করিবে।

পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তু জড় সত্য, কিন্তু ভগবৎসেবাসম্বন্ধে অপবিত্রতা ত্যাগ করিতে হইবে। সত্ত্বগুণে—পবিত্র বস্তু, রজস্তমোগুণে অপবিত্রতা আবদ্ধ। সত্ত্বগুণ—দ্বারা রজস্তমো নিরাশ করিতে হইবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বেই অবস্থান করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে পবিত্র জানিয়া তাদৃশ উপাদানে হরিসেবা করিতে হইবে। অপবিত্র বুদ্ধিবিচারে অর্থাৎ রজস্তমো-গুণজাত বস্তু ভগবানে অর্পিত হইবে না। আবার পবিত্র বস্তু নির্গুণ না হইলে ভগবান্ গ্রহন করেন না, তাহা প্রদাতার চিত্তবৃত্তির উপর নির্ভর করে। পবিত্র অবশ্যই বিচার্য্য। অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হইলে পবিত্র ও অপবিত্র বিচার ছাড়িয়া অপ্রাকৃতের বিবেক আসিয়া পড়িবে।

অত্রস্থ কুশল। আপনার ভজন-কুশল মধ্যে মধ্যে জানাইয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর মহাশয় ভাল আছেন। তাঁহার ভজন-সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাইয়া আমরা কৃতার্থ। * * * 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পাঠ করিবেন।

নিত্যাশীর্বাদক

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—):-:(—

কর্ম্মজ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯

[শ্রীরূপ, শ্রীরূপানুগ ও শ্রীনামপ্রভুর নিকট কৃপা-শক্তি ও যোগ্যতা-প্রার্থনা—কর্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষীর পরস্পর পার্থক্য—যুক্তবৈরাগ্য।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৭ই বৈশাখ তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় আমরা ভাল আছি। তবে প্রাক্তন কর্মফলের অনুরূপ হরিসেবায় নানা বাধা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

অপরাধ ত্যাগ করিয়া হরিনাম-গ্রহণের ইচ্ছা করিলে সকল সময় হরিনাম করিতে করিতে অপরাধ যাইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ প্রভুগণের চরণে মহাপ্রভুর সঞ্চারিত কৃপা-শক্তি অন্তরের সহিত ভিক্ষা করিবেন। বিশেষতঃ শ্রীহরিনাম-প্রভুর নিকট তাঁহার সেবার জন্য হৃদয়ের সহিত যোগ্যতার প্রার্থনা করিবেন। নাম-প্রভু নামী-প্রভু হইয়া আপনার হৃদয়ে বিরাজ করিবেন।

'কৃষ্ণ' ব্যতীত অন্য বস্তুপ্রাপ্তির আশাকে 'অন্যাভিলাষ' বলে। কৃষ্ণেতর বাসনাবিশিষ্ট জীবগণই অন্যাভিলাষী। সৎকর্মপরায়ণ—কর্মী, নির্বিশেষ-জ্ঞানপরায়ণ—ঈশ্বরাভিন্নজ্ঞানী। কর্মী ও জ্ঞানীর সহিত অন্যাভিলাষীর ভেদ এই যে, অন্যাভিলাষী কুকর্মরত। জ্ঞানী হইতে অন্যাভিলাষীর পার্থক্য এই যে, অন্যাভিলাষী--কুজ্ঞানরত অর্থাৎ ভেদজ্ঞানযুক্ত। কৃষ্ণসেবা-বুদ্ধিতে নিজ ভোগাসক্তিরহিত হইয়া স্বীকার পূর্বক অপ্রাকৃত-ভাবে

কৃষ্ণের সেবন করিলে যুক্তবৈরাগ্য হয়। শাস্ত্র; শ্রীমূর্তি, নামভজন ও বৈষ্ণবকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করিলে তুচ্ছ বৈরাগ্য হয়, তাহা ভক্তের ত্যাজ্য। যুক্ত বৈরাগ্যই ভগবদ্ভক্তগণ স্বীকার করিবেন। "ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল।" মহাপ্রভুর এই আজ্ঞা ভাল করিয়া বুঝিতে প্রয়াস করিবেন। ইতি—

নিত্যাশীর্বাদক

অকিঞ্চন—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—

পবিত্রতা ও নির্গুণতা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া
বাং ১১ই পৌষ ১৩২২

[কর্মী ও ভক্তের পবিত্রাপবিত্র-বিচারে ভেদ—অমেধ্য ভগবানের নৈবেদ্য নহে—লক্ষ-হরিনামগ্রহণবিমুখ ব্যক্তির প্রদত্ত নৈবেদ্যে ভগবৎ-প্রীতি নাই—ভগবৎপ্রসাদ বদ্ধজীবভোগ্য বস্তু নহে—হরিবাসরে মহাপ্রসাদ গ্রহণীয় নহে।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৭ দামোদর এবং ২৭ কেশব তারিখের দুইখানি পত্র আমি যথাকালে পাইয়াছি। * * * * পত্রের যথাকালে উত্তর দিতে পারি নাই * * *

"পবিত্র" ও 'অপবিত্র' সংজ্ঞা দুইটী সম্বন্ধে কর্মিগণ যাহাকে "পবিত্র" বলেন, ভক্তগণের নিকট তাহার পবিত্রতা না থাকিতে পারে, আবার কর্মিগণের বিচারের অপবিত্র বস্তু ভক্ত 'পবিত্র' জ্ঞান করেন। 'অপবিত্র' শব্দে অমেধ্য বুঝাইলে তাহা কখনই ভগবান্‌কে কেহ নিবেদন করিতে পারেন না। সাত্ত্বিক বস্তু ব্যতীত রাজসিক ও তামসিক বস্তু ভগবানে নিবেদন করা যায় না। যদি কেহ কোন অপবিত্র বস্তু ভগবানকে নিবেদন করেন, তাহা তিনি কখনই গ্রহণ করেন না। কোন অপবিত্র বস্তু ভগবন্নিবেদিত বলিয়া কেহ দিতে আসিলে তাহা কখনই গ্রহণ করা উচিত নহে। কোন বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিলে, তাহা ভক্ত কখনই গ্রহণ করেন না। তাদৃশ বস্তু

পরিত্যাগ করিলে কোন অপরাধ নাই। কোন পবিত্র সাত্ত্বিক বস্তু অভক্ত-কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে প্রচারিত থাকিলেও তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। **যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না।** বিমুখজীব-ভোগ্য পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তুই প্রাকৃত। সাত্ত্বিকবস্তু ভগবানে প্রদত্ত হইলে ভক্তগণ তাহার অপ্রাকৃতত্ব বুঝিতে পারেন; তখন সে বস্তু বদ্ধজীবভোগ্য নহে পরন্তু ভগবৎপ্রসাদ বুদ্ধিতে সম্মাননীয়। অপবিত্র বস্তু ভগবান্ ব্যতীত অন্য নর, দেব বা রাক্ষসের ভোগ্য। তাহা প্রাকৃত ও অপবিত্র।

শ্রীএকাদশী তিথিতে ভক্তগণ শ্রীমহাপ্রসাদ বা শ্রীমহামহাপ্রসাদ ত্যাগ করিয়া উপবাস করেন। মহাপ্রসাদ প্রভৃতি কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিলে উপবাস নষ্ট হয়; সুতরাং হরিবাসরের সম্মান থাকে না। শ্রীমহাপ্রসাদ ত্যাগের নামই উপবাস বা তিথিপালন তবে অসমর্থ-পক্ষে অনুকল্পাদির ব্যবস্থা তিথি-সম্মানের প্রতিকূল নহে।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:•:—

নিরপরাধে শ্রীনাম গ্রহণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রজপত্তন

ইং ২২।৪।১৮

[ভক্ত-গোষ্ঠীতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা ও শ্রীরসামৃতসিন্ধু-কীর্তনে আগ্রহ—শিষ্যের নিরপরাধে নামগ্রহণ দর্শনেই সদ্‌গুরুর আনন্দ।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ—

আপনার ৪ঠা বৈশাখের পত্রপ্রাপ্তে সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কিছু কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। আজও কৃষ্ণনগরে যাই নাই। এই মাসের শেষভাগে আমি দৌলতপুর প্রপন্নাশ্রমে যাইব এবং তথায় ভক্তগোষ্ঠীতে 'শ্রীসনাতনশিক্ষা' ও 'শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' পাঠ করিব স্থির হইয়াছে। * *

* * প্রভু ভাল আছেন এবং হরিভজনে ব্যস্ত আছেন। আপনি অপেক্ষাকৃত নির্বিঘ্নে হরিভজন করিতেছেন জানিয়া আমি পরমানন্দিত হইলাম। নিরপরাধে শ্রীনাম-গ্রহণ করিয়া, আমাদের নিত্যানন্দ বর্দ্ধন করুন। শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছা হইলে আপনাদের দর্শন লাভ করিব। 'সজ্জন-তোষণী' অষ্টম-নবম সংখ্যা পাঠাইতে বলিব। আপনার স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্তি আমার অনেক সময়ে মনে হয়। আপনার কুশল-সংবাদ মধ্যে মধ্যে জানাইয়া সুখী করিবেন।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—

ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহ বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন, কলিকাতা
১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন রোড্
ইং ২।১০।১৯১৯

[পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীনাম- প্রচারোদ্দেশে অভিযানার্থ সঙ্কল্প—ঊর্জ্জব্রতের নিয়ম—নিয়মাগ্রহ ফলে শ্রীনাম-ভজন ও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবার প্রতিরোধ অভক্তিমার্গ।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১২ই আশ্বিন তারিখের কার্ড পাইলাম। শ্রীভক্তিবিনোদ-জন্মোৎসবে আপনার প্রেরিত আনুকূল্য পূর্ব্বেই পাইয়াছি। আমি একপক্ষ কাল শ্রীমায়াপুরে থাকিয়া কৃষ্ণনগর হইয়া গত শুক্রবার শ্রীআসনে ফিরিয়াছি। সম্প্রতি বিজয়া দশমী দিবসে আমার পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীনাম-প্রচারোদ্দেশে অভিযান করিতে হইবে। শ্রীঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম এই যে, আমিষ-ভক্ষণ অর্থাৎ মাষকলাই ডাল, তাম্বুল, বরবটী, সিম, পর্য্যুষিত খাদ্য নিষিদ্ধ। শ্রীনাম-গ্রহণ ও ভক্তির সেসকল ক্রিয়া পালন করিবার সঙ্কল্প থাকে, উহার নিয়ম পালন হইতে ব্যতিক্রম না হয়। সাধারণতঃ নিয়ম—হবিষ্য মেধ্য দ্রব্য শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া তাহা গ্রহণ; অধিক নিদ্রা, আলস্য ও অবৈষ্ণবোচিত ব্যবহারসমূহ পরিহার এবং ক্ষৌরকার্য্যাদি বর্জ্জন, নিত্যস্নান প্রভৃতি সংযমীয় ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পালন করা। প্রতীপসম্প্রদায় এখন কিছু নিস্তব্ধ, নিজ নিজ বিষয়েই ব্যস্ত। শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছেন দেখিয়া আসিয়াছি। একটী প্রাচীন ভক্ত তাঁহার নিকটে আছেন। অত্রস্থ কুশল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গুরুবৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ব্যানার্জ্জীর আশ্রয়

ডি, টি, এস-অফিস্ ধানবাদ,

ইং ৩০।৯।২১

[ঢাকায় নিয়ম-সেবাব্রত—সাধুসঙ্গই সেবা-মূল।]

আপনার ১০ই আশ্বিনের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল আছে। কলিকাতা শ্রীআসনের জন্মোৎসবে আপনি আসিতে পারেন নাই। যাহাহউক, সম্প্রতি ঢাকা সহরে একমাস কাল নিয়মসেবা ব্রত পালিত হইবে। সঙ্গই মানবজীবনে প্রধান হরিভজনের বৃত্তি। অবৈষ্ণব-সঙ্গক্রমে জীবের সংসারে উন্নতি, আর সাধুসঙ্গ-প্রভাবে আত্মা উত্তরোত্তর হরিসেবায় প্রমত্ত হয়। মানব জীবনে উহাই একটি সর্বপ্রধান অবলম্বন। তাহাতে বিমুখ হইবেন না। পূজার সময় যদি কলিকাতার আসনে আসেন, তাহা হইলে তথা হইতে ঢাকায় শ্রীনিয়মসেবা করিতে যাইতে পারেন; তবে মাসাধিক কাল সাধুসঙ্গে ফললাভ ঘটে। সঙ্গবঞ্চিত হইয়া আমরা বৃথা জীবন কাটাইতেছি। অন্যান্য কার্য হরিসেবার পরিবর্তে স্থান অধিকার করিতেছে, সেজন্য আমার ইচ্ছা যে আপনি ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ-স্থাপন কালে একমাস হরিসেবায় যোগদান করেন। পত্রোত্তরে আপনি কোন্ তারিখে ঢাকা যাইবার জন্য আসনে আসিতেছেন, জানাইবেন। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" বিচার করিয়া 'লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ' শ্লোকটী বিশেষ ভাবে বিচার করিবেন।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

'থিওসফি', মায়াবাদ ও প্রাকৃতসাহজিক মত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

ইং ৬।১।২২

[মায়ার সহিত মিশ্রিত হইয়া ভগবদবতারের কল্পনা অপরাধময় মায়াবাদ--বিভিন্ন প্রাকৃত-সাহজিক মত-বৈচিত্র্য-খণ্ডন।]

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ২১ তারিখের কার্ড প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীযুক্ত * * প্রভু সম্প্রতি ঋতুদ্বীপ ও জহ্নু-মোদদ্রুমাদি দ্বীপে ভ্রমণ করিতেছেন। যেদিন তিনি ধানবাদ যাইতে চাহেন, সেদিন পূর্ব্বেই সংবাদ দিবেন।

আমরা একপ্রকার আছি। সুন্দরানন্দ এখনও এখানে আছেন।

পরলোকগত ···বাবু থিওসফিষ্ট মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি ঠিক শুদ্ধভক্তির কথা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার লেখনী হইতে এই সকল অপসিদ্ধান্ত বাহির হইয়া থাকিবে।

১। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা নিত্য, সুতরাং নৈমিত্তিক অভয়দান হেতু নিরাকার ব্রহ্ম সাকার হন নাই। উহা মায়াবাদ মাত্র। ২। সবিশেষ ব্রহ্ম চিরদিনই শুদ্ধ জীবের সহিত প্রীতিবিশিষ্ট, তিনি বদ্ধ জীবের সহিত কোন প্রীতি স্থাপন করেন না। বদ্ধজীব যে তাঁহাকে মায়া-মমতা করে, তাহা তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না। আপনি যে সকল বাক্য ঐ গ্রন্থ হইতে তুলিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না এরূপ অর্ব্বাচীনতার প্রতিবাদ করিতে গেলেও লেখককে অন্যায় সম্মান দেওয়া হয়। লেখকের জড়বুদ্ধি প্রবল বলিয়া ঐহিক মাতাপিতার সেবাদর্শ মহাপ্রভুর স্কন্ধে চাপাইয়া ভাল কাজ

করেন নাই। ৩। তৃতীয় প্রশ্নটী নিতান্ত অবিবেচনার পরিচায়ক। ৪। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কথনই পূর্ব্বাশ্রমের পত্নীর নিকট 'সাটী' কিনিয়া পাঠান নাই। ৫। নিমাই জানেন······বাবুর কোন সেবা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন কিনা? তবে আমাদের ন্যায় জীবে তাঁহার নির্দ্দয়তা প্রকাশই হইয়াছে। ৬। ষষ্ঠপ্রশ্নের উত্তর—অট্টহাস্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গ্রহণ-কালে বৈধভক্তের কৃত্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

ইং ২৭।৯।২২

[বৈধভক্ত ও কর্মজড় স্মার্তমতের পার্থক্য—শ্রীগৌরসুন্দরকর্তৃক শ্রীহরিনাম প্রচারের পূর্বেই কর্মাগ্রহিতা ও গ্রহণ-স্নানাদিতে লোকের আগ্রহ।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৫ই আশ্বিন তারিখের পত্র পাইয়াছি। শ্রীকে* * * "গৌড়ীয়" পত্র পাঠান হইয়াছে। পূর্ব প্রকাশিত "গৌড়ীয়ের" সংখ্যাগুলি এখন আর পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। যদি সম্ভাবনা থাকে, পরে আপনাকে জানাইব।

গ্রহণের সময় স্মার্তের মতে অশুদ্ধ কাল। অশুচি অবস্থায় যে সকল কার্য তাঁহাদের করিতে নাই, তাহা তাঁহারা করেন না। কিন্তু সেবাপর বৈধ ভক্তগণের ঐ সকল প্রাকৃত বিধির অপেক্ষা না করিয়া সম্ভবপর হইলে যথাকালে (ভগবৎ) সেবা করাই কর্তব্য। যখন শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তির কথা জগতের প্রচার করেন নাই, সেই কালেই ভক্তগণ গ্রহণের সময় স্নানাদি করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর শ্রীনাম প্রচারের পর সকল সময়েই হরি-সংকীর্তন বিহিত হইয়াছে। তাহাতে কালাকাল বিচার নাই। পুণ্যসংগ্রহার্থীই কালাকাল বিচার করেন। গ্রহণকালে বৈধভক্ত গঙ্গাস্নান ইত্যাদি করেন না অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহারা কোন কর্ম করেন না। অদ্য পাঞ্জাব-মেলে শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নানের জন্য মথুরামণ্ডলে যাইতেছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

১১ই মে ১৯২৩

[ভগবদ্ভক্তের ক্রোধই ভজন-তৎপরতা—কর্মজড়স্মার্তশ্রাদ্ধ ও সাত্বতশ্রাদ্ধ।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাধা হইলে যে বৃত্তির উদয় হয়, তাহাই ক্রোধ। ভক্তগণ সর্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সেবাকার্যে বাধা দিতে গেলে বাধাদাতাকে 'ভক্তদ্বেষী' বলা যায়। সুতরাং **ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের বৃত্তি ভজনের প্রকার ভেদ মাত্র।** তাদৃশ ভজনবৃত্তিকে যাহারা সাধারণ ক্রোধের সহিত সমজ্ঞান করে, তাহারা নারকী। ভোগপর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাঘাত সহ্য করিবার শক্তি ভক্তের আছে। সুতরাং তিনি নিজের ভোগের অতৃপ্তিতে সহিষ্ণু। কিন্তু কৃষ্ণ-সেবার বাধাদাতার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ায় ভজন-তৎপর।

বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন্ বা ত্যক্তগৃহই হউন্, তাঁহার কোনও অশৌচ বা শোক নাই। হরিসেবা করিলেই পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি সমাধা হয়। স্বতন্ত্রভাবে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিতে হয় না। তবে লোক-ব্যবহারের জন্য গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ হরিনাম-গ্রহণ-জনিত নিত্য শুচি হইয়া যে কোনও দিন মহাপ্রসাদের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে পারেন—তাহাই বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ। শ্রীমান্ * * * প্রভুকেও আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইবেন। :: :: ইতি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—)::(—

প্রেমারুরুক্ষুর সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
ইং ২২।১১।২৪

তরুসম সহিষ্ণুতা—অসহিষ্ণুতার সীমার মধ্যেও সহিষ্ণুতা-শিক্ষা আবশ্যক।]

* * প্রভো,

আপনার পত্র পাইয়াছি। বৈষ্ণবের শিক্ষা-সম্বন্ধে মহাপ্রভু যে 'তৃণাদপি' শ্লোক বলিয়াছেন, তন্মধ্যে 'সহিষ্ণুতা' তরুসম করিতে হইবে। কৃষ্ণের ইচ্ছায় সহ্য করিবার অবকাশ উপস্থিত হইলে কতকটা সহ্য করিবেন। তাহাতে অসহ্য হইলেও কতকটা সহ্য করিবার শিক্ষা-লাভ ঘটিবে। কিছুদিন পরে কলিকাতার দিকে আসিবেন। কিন্তু ইতোমধ্যে ক্লেশ-সহন-ধর্মশিক্ষার অবসর জানিবেন। অন্যান্য কথা পরে জানাইব।

নিত্যস্নেহার্থী
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাধক জীবনে জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারিভ্যাং নমঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর

ইং ৫।৮।২৬

[সিদ্ধান্তে আলস্য অপনোদনের উপায়—ভজনবৃদ্ধির পথ—কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্তনের একতাৎপর্যাপরতা—পূর্ব ইতিহাস ভুলিবার সহজ উপায়—জড়-প্রতিষ্ঠাশা হইতে পরিমুক্তির পথ— স্বীকার্য্য ও বরণীয় কি ? অনর্থনিবৃত্তির উপায়—মহাজনানুগত্য—দুঃখে-কষ্টে, সম্পদে বিপদে ভক্তের চিত্তবৃত্তি।]

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ২১শে আষাঢ় তারিখের বিস্তারিত পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত ছিলাম। আমি তৎকালে শ্রীপুরুষোত্তমে "শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে" ছিলাম। তৎপরে শ্রীভুবনেশ্বর ও কটকে কয়েক দিন থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসি। আজ ১০।১২ দিন হইল তথা হইতে এখানে আসিয়াছি।

আপনি একাই বারাণসীতে মঠ রক্ষা করিতেছিলেন, তজ্জন্য মনটা এরূপ পত্র লিখিতে ব্যস্ত হইয়াছিল, বুঝিলাম।

"ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।

আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা এবং কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-কীর্তন দ্বারা মঙ্গল হয়। সর্বদা কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট হইলে মায়ার বিবিধ প্রলোভন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সর্বদা শ্রবণ, কীর্তন করিবেন; মহাজনগ্রন্থ ও "গৌড়ীয়" পাঠ করিবেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ-বিষয়ে আলস্য থাকিবে না।

যে সকল ভক্তগণের সঙ্গে আছেন, তাঁহাদিগের সহিত পরস্পর শ্রীহরিকথা আলাপ করিবেন এবং ভজনের উন্নতির সহিত নিজ-দৈন্য ও হীনতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আপনি জানেন যে, "সর্বোত্তম

আপনাকে হীন করি' মানে"। আপনাদিগের নিজ ভৃত্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিবেন, তাহা হইলে আমাদিগের ভজনবৃদ্ধি হইবে।

কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম কীর্তন, তিনটী পৃথক্ অনুষ্ঠান হইলেও তিনটীই একতাৎপর্য্যপর।

নাম সংকীর্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়।

বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণ কীর্তন ও কৃষ্ণ-সেবা হয়।

কৃষ্ণসেবা করিলেই নাম-সংকীর্তন বৈষ্ণবসেবা হয়।

তাহার প্রমাণ এই—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্"।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা ও নাম-সংকীর্তন হয়। সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেও উহাই লভ্য হয়। অর্চনেও ঐ তিনটী কার্য্য হইতে থাকে। নামভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়।

পূর্ব ইতিহাস ভজনের অনুকূলবিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্বাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে। সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুই কৃষ্ণসেবার উপাদান। সেবা-বিমুখবুদ্ধি বস্তুবিষয়ে আমাদিগের মতিবিপর্য্যয় করিয়া ভোগে নিযুক্ত করে। দিব্য-জ্ঞানের উদয়ে সমগ্র জগতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দেখিতে পাইলেই প্রতিষ্ঠার বিষময় ফল আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না।

"চঞ্চল জীবন-স্রোত প্রবাহিয়া কালের সাগরে ধায়।"—এই বিবেকের সহিত হরিসেবা-প্রবৃত্তি প্রতি পদে পদে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণের যাহাতে আনন্দ, আমার তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করা কর্তব্য। কৃষ্ণ যদি আমাকে বিমুখ রাখিয়া সুখী বোধ করেন, তাহা হইলে আমার যে দুঃখ, তাহাই আমার বরণীয়।

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ", এই উপলব্ধি বৈষ্ণবের ; তাহা অনুসরণ করিবার যত্ন করিবেন। আমাদিগের যাবতীয়

অনর্থ কৃষ্ণসেবায় উন্মুক্ত হইলে উহাই অর্থ বা প্রয়োজনরূপে স্থায়ী মঙ্গলের কারণ হয়। ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের পূর্বচরিত্র, সার্বভৌমের কথা, প্রকাশানন্দের কুতর্করূপ যাবতীয় অনর্থ পরিশেষে কৃষ্ণসেবাময় হইয়াছিল। সুতরাং বিগত অনর্থের জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। বর্তমান অনর্থ—শ্রবণ, কীর্তন প্রবল করিলেই তাহারা প্রবল হইবে না। আমাদের জীবন অল্পদিন স্থায়ী, সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত নিষ্কপটে হরিসেবা করিবার যত্ন করিবেন। মহাজনের অনুসরণই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র সেতু।

"অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং" শ্লোক আলোচনা করিবেন। আপনার পত্রখানি শ্রীভক্তিবিলাস ঠাকুরকে পড়িয়া শুনাইয়াছি, তাহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

আশা করি, তথাকার সকলেই উৎসাহের সহিত শ্রীহরিকীর্তন-কার্য্য ও বৈষ্ণব-সেবাকার্য্য করিতেছেন। সকলকেই আমাদের আন্তরিক যোগ্য অভিবাদন জানাইবেন।

প্রাক্তন কর্ম-বিপাকে আমি কখনও সুস্থ, কখনও অসুস্থ হইয়া পড়ি। যখন সুস্থ আছি মনে করি, আমি তখনই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া পড়ি এবং তৎফলে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তগণকে নিকৃষ্ট মনে করি। সেইজন্য কৃষ্ণ আমার অবস্থা বিচার করিয়া নানাপ্রকার দুঃখে, কষ্টে অস্বাস্থ্যে ও অসুবিধায় রাখেন। তখন আমি 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোকের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করি। কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রমত্ত থাকিলে জগতের অনেকের সহিত ঝগড়া করিতে ইচ্ছা করে। কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত থাকিলে—জগতের লোকসকল আমাকে আক্রমণ করে। আশা করি আপনি ভাল আছেন।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মথুরা—২৪শে কার্তিক, ১৩৩৩।

[শ্রীমধুসূদন গোস্বামীর সহিত কথা--ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাস বিচার—ইন্দ্রপ্রস্থ—কুরুক্ষেত্র—থানেশ্বরী জগন্নাথ—শ্রীনগর--জম্বু—'কাশ্মীর অাম্নায়' রাওয়েলপিণ্ডি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণগণের আচার-বিপর্যয়—তক্ষশীলা লাহোর—অমৃতসর—শিখগুরুপরম্পরা—নানক—নানকের মতবাদ—দয়ালসিংহ ও ব্রাহ্মধর্ম-খাল্‌সা কলেজ স্বর্ণমন্দির—মুরাদাবাদ—কল্কির ভাবী আবির্ভাব-স্থান শম্ভল—মিশ্রিক—হৃষীকেশ—কঙ্খল—নৈমিষারণ্য।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

আসিয়া অবধি আপনার কোন পত্র পাই নাই ও আপনাকে কোন পত্র লিখিবার অবকাশ পাই নাই। আসিয়া অবধি 'গৌড়ীয়' পাই নাই। গতকল্য শ্রীবৃন্দাবনে তীর্থমহারাজের নিকট ১০ম, ১১শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিলাম এবং ডাকযোগে ১১শ ও ১২শ সংখ্যা পাইলাম। :: :: 'মণিমঞ্জরী' ঢাকা হইতে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গতকল্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামীর সহিত অনেক কথাবার্তা হইল। মধ্য হইতে :: : : :: নামক :: :: 'ত্রিদণ্ড' সম্বন্ধে কিছু বিদ্রূপাদি করিতেছিল। শ্রীমধুসূদন গোস্বামী তাহাকে নিবৃত্ত করাইলেন এবং আমরাও কিছু শাস্ত্রবিচার বলিলাম। সত্ত্ব সত্ত্ব পলাইল, নতুবা তাহাকে আরও শাস্ত্র বিচার শোনান যাইত।

বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য করিতে থাকুন। আমাদের ভ্রমণ-সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ আমার লিখিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও অবকাশ করিয়া উঠিতে পারি নাই। :: :: :: সুতরাং যদি পারি প্রবন্ধ লিখিতেছি। লেখা হইলে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।

তীর্থ মহারাজ অদ্য বৃন্দাবনে আছেন। :: :: :: দিল্লীতে 'যন্ত্রমন্ত্র' দর্শন করিলাম, ইহা ভারতীয় প্রাচীন জ্যোতিষীর নভোমণ্ডল

দর্শনের ও তাঁহাদের স্থানগত পরিমিতির ও কাল-যন্ত্রের মানযন্ত্র। কাশীতে একটী ক্ষুদ্র মান-মন্দির আছে বটে কিন্তু এইটী বৃহৎ। ইন্দ্রপ্রস্থে যোগমায়ার (কুন্তিদেবীর) মন্দির ও অনঙ্গপালের এবং পৃথ্বীরাজের কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছি। কুতবমিনারের পরমোচ্চ সোপান ২৫৪ ফিট্। :: :: :: হিন্দু-সাম্রাজ্যের হস্তিনাপুর বা পাণ্ডব-নিবাস এবং ইন্দ্রপ্রস্থ প্রাচীন দিল্লীর গৌরব আজও জানাইতেছে, তবে ঐগুলিতে বিজাতীয় লোক থাকায় সেই সকল কীর্তি বিলুপ্ত-প্রায়।

কুরুক্ষেত্রে শ্যমন্তপঞ্চক, দ্বৈপায়নহ্রদ, ব্রহ্মসরঃ, লক্ষ্মী-কুণ্ড ও থানেশ্বরী জগন্নাথের ভবনে মহাপ্রভুর গাদী দেখিতে পাইয়াছি। এই স্থানে মঠ হওয়া আবশ্যক। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বহু দিনের ইচ্ছা ছিল। :: :: :: স্থানীয় একটী লোক বলিল, এই মহাপ্রভুর গাদী বল্লভসম্প্রদায়ের; কিন্তু (হিন্দী) ভক্তমালের লেখক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ থানেশ্বরী জগন্নাথকে স্থির করিয়াছেন। সুতরাং বিপ্রলম্ভময় ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের স্থান এই কুরুক্ষেত্র। ইহা শ্রীবল্লভীয় সম্প্রদায়ের নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের 'আহুশ্চ তে' শ্লোকের কথিত বাক্য লক্ষ্মীকুণ্ডের তীরে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীরূপ গোস্বামী 'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি' ‡

---

* আহুশ্চ তে নলিননাভদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈ হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষমপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥ (ভাঃ ১০।৮২।৪৮)

‡ প্রিয়ঃ সোঽয়ঃ কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

শ্লোক লিখিয়াছেন। তৎপূর্বে আমরা জম্বু রাজধানীতে অল্প সময়ের জন্য ছিলাম। শ্রীনগর হইতে জম্বুতে আসিতে আমাদের মোটরে তিন দিবস লাগিয়াছিল। পথে অবন্তীপুর এবং ব্রিজব্রেো অর্থাৎ কাশ্মীর-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছি। ব্রিজব্রেোতে বহু কৃষ্ণমূর্তি, বিষ্ণুমূর্তি শ্রীনগর-যাদুঘরে (Museum) পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীনগরে শ্রীমধুসূদন কৌল M. A. Shastry, Research Scholar এর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাদিগকে দুগ্ধ পান না করাইয়া ছাড়িলেন না। 'কাশ্মীর-আম্নায়ে'র কোন অনুসন্ধান বলিতে পারিলেন না। ইনি আমার সহধ্যায়ী J, C. Chatterjeeর স্থানে Research Supdt. Officer হইয়া বসিয়াছেন। :: :: :: কাশ্মীর অঞ্চলে আমাদের একটী মঠ ক্রমশঃ হইতে পারিবে। কাশ্মীর-প্রদেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন হিন্দু জাতি নাই। কৌল সংস্কৃত ভাল বলিতে পারেন।

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে আমরা দুই দিবস মোটরযোগে শ্রীনগর পৌঁছিয়াছিলাম। কিন্তু জম্বুর পথে ফিরিতে যাইয়া তিন দিন লাগিয়াছিল। শ্রীনগরে মঠ হওয়ার পূর্বে শ্রীর :: :: :: এস্থানে আসিবার আবশ্যকতা নাই। কেননা, ঐসকল স্থান একপ্রকার হিন্দুবর্জ্জিত ও আচার-প্রচারহীন। কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ সংস্কৃত শাস্ত্রে কুশল বটে; কাশ্মীরের শীতাধিক্যে তাঁহাদের আচার প্রচার অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু-দিগের হইতে কিছু ভিন্ন হইয়াছে। বিধর্মিগণের অত্যাচারই ইহার মূল কারণ। কলিকাতার বর্ষীয়ান্ ঋষিবর মুখোপাধ্যায় বর্তমান কাশ্মীর রাজের Private Secretary; তিনি কাশ্মীরী পণ্ডিতগণের দরবারে একমাত্র সহায়। :: :: ::

তক্ষশীলা উদ্ঘাটন-কার্য্য জেনারেল কানিংহামের সময় হইতে চলি-তেছে। কতিপয় প্রাচীন স্থান উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। Graco-Buddhistic Soulpture প্রদর্শনের জন্য তক্ষশীলাতে

একটা ক্ষুদ্র museum (যাদুঘর) আছে। আমরা একখানি Guide খরিদ করিয়াছি, উহা আপনাদের পাঠের জন্য শীঘ্রই প্রেরিত হইবে। মহাভারতবর্ণিত প্রাচীন ঐতিহ্যের এই সকল স্থান। Rawalpindi জায়গাটী নূতন সহর। তাহার পূর্বে আমরা Lahoreএ ছিলাম। লাহোরে রণজিৎ সিংহের সমাধি ও তাঁহার হুজুরীবাগ এবং মোগলরাজের হস্তান্তরিত দুর্গ ও আলমগীরের মস্‌জিদ দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত সাহাদারা অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের সমাধি একটী প্রকাণ্ড কীর্তি। তাহার নিকটবর্তী স্থানে নুরজাহানের সমাধি। লাহোরের পূর্বে আমরা অমৃতসরে ছিলাম। তথায় শিখদিগের কীর্তি 'Golden Temple' (স্বর্ণমন্দির) আছে। শিখদিগের চতুর্থ গুরু রামদাস এই মন্দির ও অমৃত-সরোবর নির্মাণ করেন। তিনি তৃতীয় গুরু অমর দাসের জামাতা। ৫ম গুরু অর্জুন রামদাসের পুত্র। ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ ৫ম গুরুর পুত্র। শিখদিগের ৭ম গুরু হরিরায় হরগোবিন্দের পৌত্র। ৮ম গুরু হরিকিষণ ৭ম গুরুর পুত্র। ৯ম গুরু তেজবাহাদুর ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র। ১০ম গুরুগোবিন্দ ৯ম গুরুর পুত্র। শিখধর্মের প্রবর্তক 'নানক' জনৈক পাটোয়ারী কায়েস্থের পুত্র। তিনি নিজে বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। আদি গুরুর পুত্রদ্বয় শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীচাঁদ। শ্রীচাঁদ উদাসীন ভক্ত ছিলেন। লক্ষ্মীচাঁদ গৃহব্রতধর্মী ছিলেন।

নানকের কিছু বৈরাগ্য থাকিলেও তিনি ভগবদুপাসনার পরিবর্তে মনঃকল্পিত নির্বিশেষবাদের উপাসক ছিলেন। বৈরাগ্যবিশিষ্ট হইলেও তিনি গৃহী ছিলেন। ক্ষত্রিয়-বংশের "লেনা" নামক জনৈক শিষ্যকে স্বীয় pontifical seat (ধর্মযাজকের আসন) প্রদান করেন। লেনা গুরু অঙ্গদ নামে শিখদিগের ২য় গুরু হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য অমরদাস তৃতীয় গুরু। অঙ্গদ বিশেষ কোন গ্রন্থ রচনা না করিলেও নানকের উক্তিসমূহ সংগ্রহ করেন এবং 'গুরুমুখী' নাম্নী ভাষা প্রচলিত

করেন। অমর দাসের দৌহিত্রবংশ শিখগণের পরবর্তী গুরুগণ। আদি গুরুত্রয় তাঁহাদের পারমার্থিক-চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। ৪র্থ গুরু হইতে ১০ম গুরু পর্য্যন্ত গুরুগণ বিধর্ম্মিগণের অত্যাচারে উপদ্রুত হইয়া ক্ষাত্রনীতি-অবলম্বনে জাতীয়তা রক্ষা করিতে অধিক প্রয়াস পাইয়াছেন। নানকের ভক্তি নিরাকারের উদ্দেশে। দয়াল সিংহ নামক জনৈক শিখ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহিত অনেকটা মিশামিশি করিয়া নানকীয় প্রচারপ্রণালীর সহিত ব্রাহ্মদিগের মিল করিয়াছেন। অমৃতসরে পূর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রের স্মৃতি-সংরক্ষণে একটী সুবৃহৎ Khalsa College আছে। ইহা Benares Hindu University হইতেও বহুগুণে বৃহৎ। সম্প্রতি হিন্দুগণ Golden Templeএর মত আর একটী Hindu Temple গঠন করিতেছেন। এই প্রদেশে গোলাপের বাগিচা অত্যন্ত অধিক।

মুরাদাবাদ হইতে শম্ভল পর্য্যন্ত রেলপথ আছে। শম্ভল গ্রাম ‡ কল্কির আবির্ভাব-ভূমি। পৃথ্বীরাজের কীর্ত্তিসমূহ এখনও শম্ভলে বিধর্ম্মীর উপদ্রবে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। তবে মন্দিরের আধিক্যে সকলগুলিই মসজিদে পরিণত হইয়াছে। সাজাহানের পুত্র মুরাদ হইতেই 'মুরাদাবাদ' নামের উৎপত্তি। ইহাই শম্ভলের District Head quarter; এখানে Muradabad metal অর্থাৎ silver-like metalic ঘটী-বাটী থালা প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়।

মুরাদাবাদের পূর্ব্বে আমরা নৈমিষারণ্যে † (Nimsar) ছিলাম। মিশ্রিকে সীতার পাতাল-প্রবেশের স্থান। মিশ্রিকের চিড়া অতি উৎকৃষ্ট,

‡ শম্ভলগ্রাম-মুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি॥ (ভাঃ ১২।২।১৮)

† নৈমিষেঽনিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
সত্রং স্বর্গায় লোকায় সহস্রসমমাসত॥ (ভাঃ ১।১।৪)

১, এক টাকা সের, অতিশয় শুভ্র ও সূক্ষ্ম। শম্ভল হইতে ফিরিয়া মুরাদাবাদ হইয়া আমরা হরিদ্বারে যাই, * * * গঙ্গার ধারে এখানে শঙ্করের একটী মঠ আছে। :: :: :: এখান হইতে হৃষীকেশ যাইবার রাস্তা। আমরা মোটরে হৃষীকেশ পর্য্যন্ত যাইয়া পদব্রজে উচ্চ পর্বতে উঠিয়া লছমনঝোলা গিয়াছিলাম। তথা হইতে 'মণিকোটী' পর্বতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ সাধুদের ভজনের জন্য নির্মিত হইয়াছে, দেখিলাম,।

সুরযমল ঝুন্ঝুন্ওয়ালা ও তৎপুত্র শিবপ্রসাদ এই সকল তপস্বিগণের ১৫০।২০০ কুটীর দূরে দূরে নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তথায় কালী-কমলেওয়ালার 'আত্মপ্রকাশ' নামক জনৈক শিষ্য সাধুদিগকে প্রত্যহ ভোজন প্রদান করেন। হৃষীকেশে ভরতের মন্দিরই প্রাচীন। কঙ্খল সতীদেহের অবস্থান-স্থান। উহা হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন স্থান।

এই পত্রখানি বাসুদেব প্রভুকে এবং অন্যান্য মঠবাসিগণ যাঁহাদের কৌতুহল হয়, তাঁহাদিগকে দেখাইবেন। ভক্তিসর্বস্বগিরি যে ইংরেজী certificate লাভ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া পরমানন্দিত হইলাম। এইরূপভাবে স্থানে স্থানে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ স্ব স্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিলে আমাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। ঢাকার উৎসব সমাপ্ত হইলে ভারতী মহারাজ বোধ হয় কলিকাতায় আসিবেন এবং পর্বত, পুরী ও অরণ্য মহারাজত্রয় পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আরও কিছুদিন প্রচার করিতে পারেন। স্থানে স্থানে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিলেই সমষ্টিভাবে বৃহৎ কার্য্যের আবাহন হইতে পারিবে।

এতৎপ্রদেশের মধ্যে বারাণসীতে মঠ হইয়াছে, নৈমিষারণ্যে মঠ হইতেছে, কুরুক্ষেত্রে মঠ হইবে। মথুরা প্রদেশেও একটী স্থান

হইবার সম্ভাবনা আছে। পরে বোম্বাই প্রদেশে এবং মাদ্রাজের কোনও স্থানে দুইটী মঠ হওয়া আবশ্যক। Devotion and Loveএর Church (শুদ্ধভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমের প্রচার-কেন্দ্র) ভারতের সর্বত্র হওয়া আবশ্যক। * * * আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, মহাপ্রভুর বাণী—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

মহাপ্রভুর নীতির মধ্যে ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্য, শূদ্র ও যবন-নীতি দেখিতে পাই না। তাঁহার প্রচারিত বাক্য হইতে বুঝিতে পারি, তিনি ঋষি-নীতির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পদানুসরণে ব্রহ্মনীতি ভাগবত-ধর্ম অবলম্বন করিব।

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—

উজ্জ্বল রস ও গৌরনাগরী-মত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র,

(ত্রিচি) মাদ্রাজ ;

৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৬।

[শ্রীউড়ুপী-ক্ষেত্রদর্শনেচ্ছা—ভক্তবিরহ—শ্রীমধুসূদন গোস্বামী প্রমুখ বৃন্দাবনবাসীর প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ—বৈধী ও বিপ্রলম্ভ-সেবার তারতম্য-বিশ্লেষণ—শ্রীরাধাকৃপা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-রসে প্রবেশ-হীনতা—'নদীয়া-নাগরী'-মতবাদ—অনুজ্জ্বল মধুর রস 'স্বকীয়'-বিচারে অবস্থিত—সার্বভৌম গোস্বামী কর্তৃক প্রভুপাদের বক্তৃতার প্রশস্তি।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

মথুরা হইতে ২৪শে কার্তিক তারিখে আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার পরবর্তিকালের ভ্রমণবৃত্তান্ত আপনি জানিতে চাহিয়াছেন। এই কয়েকদিন শ্রীমান্ রামবিনোদের বিরহে নিতান্ত কাতর থাকায় পত্র দিতে পারি নাই। তাঁহার সহসা শ্রীব্রজধামে অভিযান হইবে জানিতে না পারায় ভ্রমণ স্থগিত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে ফিরিব মনে করিয়াছিাম ; কিন্তু উড়ুপীক্ষেত্র দর্শন করিবার আকর্ষণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই বলিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কয়েকটী স্থান দর্শন করিলাম। অনেকগুলি স্থানের অনুসন্ধান করিবার ও দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা স্বতন্ত্র বলিয়া মাদৃশ গৌরবিমুখ জনের তাহা ভাগ্যে ঘটিল না। আর্য্যাবর্তে স্থানে স্থানে ভ্রমণে শারীরিক অসুস্থতা এবং শ্রীরামবিনোদের আমাদিগের বর্তমান ভূমিকা হইতে মহাপ্রয়াণ আরও কিছুদিবস ভ্রমণের অন্তরায়রূপে উপস্থিত হওয়ায় শীঘ্রই শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্তন করিব, এক্ষণে স্থির করিয়াছি। পূর্বপত্রে মথুরায় উপস্থিতির

কথা পর্যন্ত লিখিয়া, তাহার পরবর্তী ঘটনাগুলি এখন সংক্ষেপে জানাইতেছি।

আমি ২৬শে কার্তিক শুক্রবার দিবস পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে যাই। পূর্বদিবস 'শ্রীরাধারমণ-ঘেরা'র অন্তর্গত শ্রীশ্যামারমণ-মন্দিরে শ্রীল বন মহারাজের এবং শ্রীল তীর্থমহারাজের বক্তৃতা হইয়াছিল। আমি ঐ দিবস উপস্থিত হইতে পারি নাই। দ্বিপ্রহরে শ্রীকৃষ্ণগোপাল দীক্ষিত শ্রীনৃসিংহদাস-কুঞ্জের মহান্ত শ্রীগৌড়দাসকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীগৌড়দাস তাঁহার কুঞ্জের সকল ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। আমি তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন করি। বৈকালে শ্রীশ্যামাচরণ-মন্দিরে তীর্থমহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম ও সমাগত অনেকগুলি গৌড়ীয় ভদ্রলোক আমাকে কিছু হরিকথা বলিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাদের বাক্য উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অল্পক্ষণের জন্য কিছু বলিয়াছিলাম।

আমার সেদিনের বক্তব্য-বিষয়ের সার এই যে, মর্য্যাদাপথে যে বৈধ-উপাসনা প্রতিষ্ঠাযুক্ত ভক্তগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পরতত্ত্বপর। জড়প্রতিষ্ঠার সহিত বৈধী উপাসনা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞাপক হইলেও উহা স্বয়ংরূপের গৌণী উপাসনা মাত্র। মর্য্যাদাময়ী উপাসনায় পূজ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ হইলেও উহা জীবের বিশ্রম্ভযুক্ত-মাধুর্যময়ী উপাসনার সহিত এক নহে। উপাসনা-বৈচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে উপাসকের সাধ্যপ্রতীতি, সাধ্য-অনুভব এবং সাধ্য-অস্তিত্বের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য অবস্থিত, তাহা তারতম্যবিচারে উপেক্ষণীয় নহে। তদুপলক্ষে আমি কতিপয় বিচার অবতারণা করিয়া দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছিলাম। স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব হইলেও স্বয়ংরূপপ্রতীতি বৈধপরতত্ত্ব-নির্দ্দেশকারিব্যক্তিগণের উৎক্রান্ত ধারণায় অবস্থিত। বৈধভক্তগণের বাহ্যজগতের গুণত্রয়সম্বন্ধ পরতত্ত্ববিচারে

কিঞ্চিৎ শ্লথ হইলেও শুদ্ধভক্তিপথে অবস্থিত জনগণ পরতত্ত্বসহ স্বয়ংরূপের সর্বদা নিত্যবৈশিষ্ট্য সংস্থাপন করেন। স্বয়ংরূপ হইতে যে পরতত্ত্ব-বৈভব প্রকটিত, তাহা মর্য্যাদাপর বিচার ও মর্য্যাদাপর বৈধ ভক্তগণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই মাধুর্য্যময় অনুরাগপথে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন। এই অসমর্থতানিবন্ধন তাঁহারা কেহ কেহ সর্বকারণকারণ আকরবিগ্রহ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্বের একমাত্র উৎপত্তি-স্থান বলিয়া ধারণা করিতে অক্ষম হন। তাঁহাদের বিচারে শ্রৌতপন্থা কিয়ৎপরিমাণে উপেক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ বস্তুকে তাঁহার পরতত্ত্বজ্ঞানে স্থাপন করিয়া স্বয়ংরূপ ভূমিকাকে বৈভব-প্রকাশরূপ বিচারে আবদ্ধ করেন।

শ্রীবার্ষভানবীর অনুগ্রহব্যতীত শ্রীকৃষ্ণলীলার রস-সমুদ্রের অমৃতবিন্দু-পানে কাহারও অধিকার নাই। তজ্জন্য গোপীর কৈঙ্কর্য্যাভাবে শ্রী ও তদনুগত শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাসৌন্দর্যদর্শনে অধিকার নাই।

এই সকল বিচার না বুঝিয়াই বর্তমানকালে 'নদীয়ানাগরী'-সম্প্রদায় কৃষ্ণবৈভবপ্রকাশ বিগ্রহের অবতার বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মের সেবায় বঞ্চিত হইতেছেন এবং আপনাদিগকে 'গৌরনাগরী' প্রভৃতি কল্পিত অভিমানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। জড়রসে অবস্থিত হইয়া গৌরনাগরী--দল গৌরসুন্দরকে মাধুর্য্য-রসাশ্রয় কৃষ্ণ হইতে পৃথগ্‌রূপে স্থাপনপূর্বক আপনাদিগকে কল্পিত জড়রস হইতে অতিক্রান্তজ্ঞানে কৃষ্ণসেবা-ছলনায় গৌরহরির বৈভবপ্রকাশপর কাল্পনিক ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণসেবা করিবার জন্যই ব্যস্ত হইতেছেন। উহাতে মধুর রসের উজ্জ্বলতার অভাবমাত্র লক্ষিত হয়।

অনুজ্জ্বল মধুর রস স্বকীয়-বিচারে অবস্থিত; সুতরাং উহা দাস্য-রসেরই প্রকারভেদ মাত্র। অনেকে নারায়ণের স্বকীয় বৈধ পতিপত্নীগত

রসকে 'মধুর রস' বলিয়া ভ্রান্ত হন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রকৃত প্রস্তাবে কৈঙ্কর্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ ভ্রান্তি হইতে শতসহস্র-যোজন দূরে উজ্জ্বলরসে অবস্থিত। সুতরাং স্বকীয় মধুর-প্রতিম রসকে 'বিশুদ্ধ দাস-রস' বলিয়াই জানেন। দাস্যরসে, দাসের হৃদয়ে গৌরব, মর্য্যাদা ও বিধি এবং বিশ্রম্ভের অভাব যেরূপ প্রবল, উজ্জ্বলরসে মাধুর্য্যময় বিগ্রহাভিন্ন ঔদার্যলীলাবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য চিদানন্দ-স্বরূপাবস্থিত ভক্তগণের হৃদয়ে তাদৃশ ভাব প্রবল হইবার পরিবর্তে অত্যন্ত বিশ্রম্ভময় অনুরাগপরতা লক্ষিত হয়। বৈধহৃদয় ভক্তাভিমানী বৈষ্ণব 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' বা 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থ পাঠে যে মধুর-রসপর্যায়ে স্বকীয় বিচারের ধারণা করেন, তাহা তাঁহাদের অপ্রাকৃত রাজ্যে শ্রীরূপানুগত্যের অভাব মাত্র। তাঁহারা বলেন যে, স্বকীয় বিচারে লক্ষ্মীর অথবা লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার শ্রীগৌরানুরাগ, শ্রীসত্যভামার বা শ্রীকমলার দ্বারকাপতি বা পরব্যোমপতির প্রতি মর্য্যাদা সদৃশ হওয়ায় উহাই উজ্জ্বল রসের বিষয়াশ্রয়ের মধুররসজাতীয়। সুতরাং গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার স্বকীয়-বিচারই উজ্জ্বল রস। কিন্তু রুচিপ্রধানপথে অনুন্নত অনুজ্জ্বল দাস-রসে। মধুর-রস-ভ্রান্তি 'মধুর-রস' বলিয়া স্বীকৃত হয় না। শ্রীসনাতনগোস্বামীর 'বৃহদ্ভাগ-বতামৃত' ও শ্রীরূপগোস্বামিকৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' আশ্রয় গ্রহণ করিলে সাধারণ জড় আলঙ্কারিকের বুদ্ধি সম্মার্জিত হইতে পারে ও গৌরনাগরীভাবের দৌরাত্ম্য অশাস্ত্রীয় বলিয়া বুঝা যায়।

আমার সে দিবস অনেকগুলি কথা বলিবার ছিল, কিন্তু বৈধবিচারে শ্রীমূর্তির সেবনকাল উপস্থিত হওয়ায় আমি ঐগুলি বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিবার অবকাশ পাই নাই।

বক্তৃতার বিষয়টি দুর্বোধ্য হইল বলিয়া গোস্বামী সার্বভৌম মহাশয় ধন্যবাদমুখে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন।

ঐ সকল কথা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেও আমি তৎপর-দিবস শ্রীশ্যামারমণ-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানাইতে পারি নাই। কোন সময়ে এই সকল কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার বাসনা রহিয়াছে। আমরা সেই রজনীতে শ্রীরাধারমণ ঘেরায় বাস করিয়া প্রাতে ভক্তবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলহরিদাস মহাশয়ের সহিত কিছু আলাপ করিয়া টাঙ্গায় শ্রীমথুরায় প্রত্যাবর্তন করি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের প্রতিবাদ

[শ্রীধাম-বৃন্দাবনের পরলোকগত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকটে লিখিত]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা ;
১৫ই জানুয়ারী, ১৯২৭।

[শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তি-প্রচার— হরি-সেবা অবৈধ বণিগ্‌বৃত্তি নহে—শ্রীল প্রভুপাদ-কর্তৃক শ্রীমধুসূদন গোস্বামী মহাশয়কে শুদ্ধভক্তি-প্রচারে অনুরোধ।]

বিপুল-আচার্য্যসম্মান-পুরঃসর-নিবেদনম্—

আমি গত কল্য শ্রীধাম-নবদ্বীপ-শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছি। শ্রীধাম হইতে আপনার নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, বোধ করি পাইয়াছেন। * * *

মিছাভক্তগণের মতে ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত যখন 'ধর্ম' বলিয়া কোন কথা নাই, তখন শুদ্ধভক্তিধর্ম কি শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতিতে পুনঃপ্রচারিত হইবে না? শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীবিগ্রহসমূহ কি সমস্তই জাতি-ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যই থাকিবে? ঐসকল অবৈধ ব্যবসায়ী বেণিয়ার ধর্ম গ্রহণ করিয়া ঠাকুর-সেবার নামে, মন্ত্রব্যবসায়ের নামে নিজ নিজ স্বার্থ পোষণ করিতে থাকিবে এবং উহাই কি 'ধর্ম' বলিয়া পরিগণিত হইবে? শুদ্ধভক্তি-কথার দ্বারা জগতের হিতসাধন হউক্, ইহা কি বর্তমান বৃন্দাবন-বাসীর অভিপ্রেত হওয়া উচিত নহে?

শুদ্ধভক্তগণ কিন্তু চিরকালই মিছাভক্তির অনুমোদন করেন না কলিকাল, ভক্তিপথ কোটিকণ্টকরুদ্ধ হইয়াছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। একথা মূর্খলোকেরা বুঝিতে পারিতেছে না। আপনি আমাদের কথা একটু হিন্দিতে—ব্রজবুলিতে ইস্তাহারের মত প্রচার করিয়া দিলে বোধ করি অনেকের দয়া হইতে পারে।

ঠাকুরসেবা পণ্যদ্রব্য নহে এবং সেবকগণ বাণিয়া নহেন ; তাঁহারা ভক্ত বৈষ্ণব। সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া নিজের ও জগতের মঙ্গল করিবার জন্য কীর্তনমুখে হরিসেবা করিতেছেন। বেণিয়াদিগের বস্তু চাল, ধান; ঠাকুরসেবার ছলনায় পাথরের বাড়ী, ঘর ইত্যাদি। সেই সকলের সাহায্যে ব্যবসায় করিয়া তাহারা নিজের উদরভরণ করে, ঠাকুরবাড়ী খরিদ করে, অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সেবাপরাধ করায়, অযোগ্য ব্যক্তি হইতে মন্ত্রগ্রহণের ছলনা করে, ভজনের উপদেশ লইয়া থাকে ও কত কি করে! ঐ সকল কার্য্যে শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের কোন আস্থা নাই।

ভজন ছাড়িয়া হুজুগ করা ভক্ত-সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য নহে। ব্যবহারিক জগতে যে প্রকার সত্যের দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সরলতার পরিবর্তে কপটতাই 'ধর্ম' বলিয়া চলিতেছে। এক্ষণে প্রকৃত গৌরভক্তগণ পরমেশ্বরের স্বরূপলক্ষণ নিরস্তকুহকসত্য জগতে প্রচার করিয়া Pseudo-Vaisnavismএর (বিদ্ধ বৈষ্ণবতার) হাত হইতে জগৎকে উদ্ধার করা কর্তব্য বোধ করিতেছেন।

আপনি শেষ জীবনে শুদ্ধ-ভক্তিসাম্রাজ্যের জন্য শেষ চেষ্টা করিয়া বৈষ্ণব-সমাজের ধন্যবাদের পাত্র হউন—ইহা আমার প্রার্থনা। 'Vaisnavism Real and Apparent' গ্রন্থ প্রচার হইয়াছে। এক্ষণে তথাকথিত বৈষ্ণব-জগতের বাস্তব মঙ্গল-বিধান করা আবশ্যক। আপনি যোগ্য পুরুষ, আপনার দ্বারা এই কার্য্য হইতে পারিবে। বঙ্গদেশের কপটতা অনেকটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে ; সুতরাং সকল দেশেরই যে যে স্থানে ধর্মের ভাণ হইতেছে, তাহা নিরাকৃত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—

শোক-শাতন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা ;
ইং ২৯শে মে, ১৯২৭।

[জাগতিকপিতা-পুত্র-সম্বন্ধ স্থূলদেহগত—বস্তুতঃ তাঁহাদের উভয়ের আত্মা নিত্য-কৃষ্ণদাস তাঁহাদের নিত্যকৃত্য ভগবৎসেবা—স্বরূপতঃ বৈষ্ণব কখনও কাহারও পুত্ররূপে নিজ নিজ কর্ম্মছলে প্রপঞ্চে আগমন করিয়া কর্ম্মনির্দ্দিষ্টকালে-পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করেন—জীব স্বরূপতঃ নিত্যানন্দ-প্রভু হইতে আবির্ভূত আত্মা—বিষ্ণুকে নিত্যপুত্রত্বে স্থাপনে জাগতিক নশ্বর পুত্রের অভাব-বোধ হইতে পরিমুক্তি—শ্রীবাসের আদর্শ।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

আমি আজ প্রাতে পুরী হইতে শ্রীমান্ পরমানন্দের সহিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আসিয়াছি। ষ্টেসনে আসিয়াই শুনিলাম, ভগবানের ইচ্ছায় 'তোতা' আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। 'তোতাকে' আপনার পুত্র জ্ঞান ছিল; সে একজন কৃষ্ণদাস। বৈষ্ণবের গৃহে আসিয়াছিল; বৈষ্ণবের পিতামাতাসূত্রে আপনারা তাঁহার সেবা করিয়াছেন, তাঁহার যতটুকু সেবা গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা ছিল, তাহা পাইয়াই সে চলিয়া গিয়াছে। 'তোতা' শরীরটী আপনাদের নিকট হইতে পাইয়াছিল বটে, কিন্তু সে জীবাত্মা বৈষ্ণব। তাঁহার নিত্যকার্য্য ভগবৎসেবা। বৈষ্ণব নিজ নিজ কর্ম্মছলে প্রপঞ্চে আগমন করেন এবং কর্ম্মনির্দ্দিষ্টকাল ভূতাকাশে অবস্থান করে, পরে তাঁহার যোগ্যতা-অনুসারে বলদেব তাঁহাকে যেখানে পাঠান সেইখানেই চলিয়া যান। সেই বলদেবের অভ্যন্তরে মহালক্ষ্মীর অবস্থান, মহালক্ষ্মীর অভ্যন্তরে ভগবান্—সুতরাং 'তোতা' তাঁহার উপাস্য বস্তুর সেবা করিবার উদ্দেশে চলিয়া গিয়াছে। সে যখন সন্ধিনীবিগ্রহ নিত্যানন্দ

প্রভু হইতে জাত জীবাত্মা বৈষ্ণব, তখন আপনি বিষ্ণুকে পুত্ররূপে স্থাপন করিতে শিখিলে আপনার আর অভাব বোধ হইবে না। 'তোতা'র অন্তর্য্যামিসূত্রে ভগবান্ অবস্থান করিয়াছেন, আপনি সেই ভগবানের সেবা করিয়াছেন, এখনও বলদেবের সেবা করুন। ভূতাকাশের জড়পিণ্ড পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। 'তোতা'র জীবাত্মা শক্তি-শক্তিমানের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। আপনার ভোগ্যপুত্র তাহার ভোগ্য পিতার সঙ্গ-বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সে ভগবদ্-ভোগ্যবস্তু সুতরাং ভগবানের ভোগ্যরূপে বৈষ্ণব-সূত্রেই তাঁহার কার্য্য। আমার ন্যায় আপনি মায়াবন্ধনে আবদ্ধ নহেন জানিয়াই ভগবান্ তাঁহার অসীমকৃপাবল প্রদান করিয়া আপনাকে শোকাভিভূত করিবেন না, ইহাই আমার ধারণা। শ্রীবাসের পুত্রের কথা স্মরণ করিবেন। 'শোক-শাতন' এবং 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' পাঠ করিবেন। মহাপ্রভু যে সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেই কালে বৃদ্ধ-জননীকে, পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে এবং নবদ্বীপবাসী জনগণকে বলিয়াছিলেন যে, আমি মনুষ্য মাত্র, তোমাদের সহিত বিভিন্ন সম্বন্ধে অবস্থিত। আমি চলিয়া গেলে তোমরা আমার স্থলে কৃষ্ণের সহিত সেই সকল সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আমাকে স্বতন্ত্রভাবে হরিসেবা করিবার অবসর দিবে। আপনিও 'তোতা'র অভাবে ভগবৎসেবায় অধিক সময় পাইবেন। ভগবান্ যাহা করেন, মঙ্গলের জন্য। আমি মায়াবদ্ধজীব, অধিক আর কি বুঝাইব।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—

প্রাকৃত নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮/৪৩ মল রোড্‌

কাণপুর ;

ইং ১।১২।২৭

[অমানী মানদ জগদ্‌গুরুবর নিজ ভক্তের নিকট শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট-পূরণকাম-প্রার্থনাচ্ছলে শিষ্যকে কর্তব্য-শিক্ষাদান নিত্যসিদ্ধ পরমমুক্তের বিপ্রলম্ভ—'অপরাধী জ্ঞানীই জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে'—রামচন্দ্রপুরী কর্তৃক মহামুক্ত-শিরোমণি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের চিত্তবৃত্তিবিরোধ জগৎ হইতে বিদূরিত করিবার জন্য ও মুক্তিগন্ধযুক্ত বিদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়কে কৃষ্ণ-সেবাময় বিপ্রলম্ভ-মহিমা জানাইবার জন্য মহামুক্ত প্রভুপাদের উক্তি—কর্মজড়া প্রাকৃতনীতি ও কৃষ্ণসুখতাৎপর্যময়ী অপ্রাকৃত-ভক্তিনীতি।]

স্নেহবিগ্রহেষু,—

অনেক দিন আপনার কোন সংবাদ পাই নাই। আশা করি, ভগবৎকৃপায় আপনার সকল কুশল।

* * * *

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভীষ্টপূরণ এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতোদ্দিষ্টই কীর্তনকার্যেই যেন চিরদিন ব্রতী থাকি, এরূপ আশীর্বাদ করিবেন। কুরুক্ষেত্রে—বিপ্রলম্ভরসাধিষ্ঠান-ক্ষেত্রে শ্রীগৌরসুন্দর বসিয়াছেন, নৈমিষারণ্যে--ভাগবত-ব্যাখ্যান-ক্ষেত্রেও শ্রীগৌরহরির সেবা আরম্ভ হইল। বারাণসী শিবক্ষেত্রেও শ্রীগৌরহরির সেবাধিষ্ঠান স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরসুন্দর আগামী বৎসর বসিতে পারেন। পুষ্কর, দ্বারকা গোপীসরোবর, প্রভাস, সুদামাপুরী ও অবন্তীপুরী দর্শন করায় সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীই দর্শন হইল মনে করিয়াও আপনাদের সেবা না করায় আমার

মুক্তি হইতেছে না। মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবার ইচ্ছা যে আদৌ নাই, তাহা নহে।

গীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে" শ্লোক, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোক "যৎ করোষি যদশ্নাসি" শ্লোক, "যা প্রীতিরবিবেকীনাং" শ্লোক "জন্মাদ্যস্য" শ্লোক ও আপনার কথা আজ আমার মনে পড়িতেছে বলিয়া আপনাকে বিরক্ত করিবার উদ্দেশে এই পত্রটী লিখিলাম। Ethical Principles or moral rules (জাগতিক নীতিসমূহ) জড়বিচারে প্রপঞ্চে সর্বোত্তম, এ বিষয়ে আমার মতান্তর নাই। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমা সর্বাপেক্ষা বড় উপাদেয় বলিয়া তাহার তুলনায় moral rules (নৈতিক নিয়মসমূহ) কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় বা উপাদেয় নহে। মথুরায় কৃষ্ণকর্তৃক বলপূর্বক বস্ত্রধোতকারীর বধানন্তর মাল্যবসনাদি গ্রহণ অনেকে ভাল বলেন না। তাঁহারা অপ্রাকৃত-পারকীয়বিচারাশ্রিত নিষ্কপট-প্রেমিক ভক্তগণকে less ethical (কম নৈতিক) মনে করিতে পারেন, কিন্তু হরিপ্রীতির এমন একটী অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, তাহার নিকট পরমোপাদেয় moral standard (নৈতিক আদর্শ বা পরিমাণ) পর্য্যন্ত ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়। "কর্তব্যবুদ্ধি" কৃষ্ণসেবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলে তাহাকে পরিত্যাগপূর্বক সেবাকার্য্যে উন্মত্ত হইয়া পড়িলে যে সুদুরাচার লক্ষিত হয়, তাহাও সমাদরে বরণীয়। আপনি এই বিষয়টী স্বয়ং আলোচনা করিয়া একটী প্রবন্ধ রচনা করিলে আমি সুখী হই। যেহেতু কীর্তনকারীও বিচারপর না হইলে ভক্তি লভ্যা হয় না এবং ভক্তি না হইলে প্রাপঞ্চিক-কর্তব্যবুদ্ধি বা disbelieving temper (অবিশ্বাসপ্রবণতা) অপসারিত হয় না। শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিবার ইচ্ছা।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা ;
২৯ কেশব, গৌরাব্দ ৪৪০ ।

[শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীমধুসূদন গোস্বামীর প্রার্থনামতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-কর্তৃক শ্রীমধ্বমুনি ও শ্রীউড়ুপী-কৃষ্ণের চিত্রপ্রেরণ—উড়ুপীর অষ্টমঠাধিপতি-গণের গোপীভাবে ভজন আধুনিক কল্পিত সখীভেকীভজনানুকরণ নহে—কৃষ্ণপুর-মঠাধিপতির সহিত শ্রীল প্রভুপাদের শাস্ত্রীয় আলাপ—তত্ত্ববাদি-গণের কর্মাগ্রহিতা—শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন—অবৈষ্ণবভোগীর স্বভাব—ভক্তগণ সম্ভোগবাদের প্রতিপক্ষ—শ্রীচৈতন্যমঠ কি ? —গৌড়ীয়বৈষ্ণবের অপরি-হার্য্য কৃত্য কি ?]

পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ

রাধারমণ-ঘেরা, শ্রীধাম বৃন্দাবন

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যোচিতসম্ভাষণমেতৎ—

মহারাজ, গতকল্য আমি ও কতিপয় ভক্ত ভারতভ্রমণান্তে শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করিলাম। পর্য্যটনের ক্লান্তি বিগত হইতে কিছু সময়সাপেক্ষ।

আপনার সহিত সাক্ষাতের পর আমরা শ্রীজয়পুরে শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিয়া আজমীর, চিতোর, মৌলি হইয়া নাথদ্বারে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও তত্রাকার বল্লভ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিয়া খাণ্ডোয়া, নাসিক হইয়া বোম্বাই নগরে বল্লভকুলাচার্য্যের সহিত বহু শাস্ত্রীয় আলাপের পর শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগৌরাগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ শঙ্করারণ্য যতিরাজের সমাধিক্ষেত্র পাণ্ডুরঙ্গপুরম্ ও ভীমা নদী দর্শনানন্তর

মঙ্গোলী, পণ্ডা, ভদ্রা, গোকর্ণ, নবগয়া হইয়া শ্রীমাধ্বক্ষেত্র উড়ুপী দর্শন করিলাম।

আপনার ইচ্ছামত শ্রীমধ্বমুনির একখানি চিত্র এবং শ্রীউড়ুপী কৃষ্ণের একখানি চিত্র এই পত্রের সহিত পাঠাইতেছি।

অষ্টমঠাধিপতি একদণ্ডী যতিগণ অনেকেই গোপীবেশে ভজন করিয়া থাকেন ; তাহার একখানি চিত্রও সংগ্রহ করিয়াছি। তদ্বিষয়ে যে সকল উল্লেখ স্থানে স্থানে আছে *, তাহার নকল এই পত্রের সহিত দিলাম, দয়া করিয়া পাঠ করিবেন।

আধুনিক যে সখীভেকি-প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে, সেইরূপ কল্পিতপথ অষ্টমঠাধিপগণ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের হস্তে একদণ্ড বর্তমান এবং তাঁহারা কৌপীনবহির্বাসযুক্ত।

---

* It was indeed a happy idea of Sri Madhwa's, to ordain 8 ascetics, put them each in charge of a separate Math and make them jointly and severally responsible for the poojas and festivals of Sri Krishna's temple. * * * The monks who take charge of Sri Krishna by rotaion, are so many Gopees of Brindaban, who moved with and loved Sri Krishna with an indescribable intensity of feeling and are taking re-births now for the privilege of worshipping Him. These monks conduct themselves as it they are living and moving with Sri Krishna Himself. * * Sri Krishna presiding here being a boy, they feed him in the forenoon with choice offerings. (Life and Teachings of Sri Madhwacharya by C. M, Padmanavachar, chapter XIII pp. 143 and 145).

কৃষ্ণপুর মঠাধিপতি বর্তমান সময়ে মন্থনদণ্ডযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্তির সেবকরূপে বর্তমান। তাঁহার সহিত সংস্কৃত ভাষায় আমার কিছু আলাপ হইল। তাঁহারা সন্ন্যাসী হইলেও কর্মকাণ্ড বিধিবশেই উপাসনা করিয়া থাকেন, প্রত্যহ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান, স্বহস্তে দেড়শত গো-সেবা করেন। উড়ুপী নগরের একটী চিত্রও আনিয়াছি। পুনরায় শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শনে গিয়াছিলাম, তথায় আলোয়ারগণের এবং আচার্য্যগণের অষ্টাদশটী শ্রীমূর্তি শিবিকার উপরে শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীরঙ্গনাথদেবের সহিত শ্রীমন্দির হইতে শ্রীমণ্ডপে যাইতে দেখিলাম। কতিপয় ত্রিদণ্ডী যতির সহিত সাক্ষাৎ হইল।

বিষয়ের ধর্ম সেবা-প্রবৃত্তি বুঝিতে দেয় না, সেবাকে 'বিষয়' জ্ঞান করায় ; ইহাই অবৈষ্ণব-ভোগীর স্বভাব। ভক্তগণ সম্ভোগবাদের প্রতিপক্ষ।

যাহাতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের ভক্তগণ নির্বিঘ্নে ভজনাদি করিতে পারেন, আপনি তৎপক্ষে একটু কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীচৈতন্যাশ্রিত শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর একমাত্র কেন্দ্র। ইহা শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত শাখাবিশেষের স্থান নহে। যেখানে শ্রীচৈতন্যাশ্রিতগণে ভক্তিবিরোধী ব্যবহার ও কুসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতেছে, তাহার পরিমার্জন-কার্য্য প্রত্যেক স্বরূপাশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য ; তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শুদ্ধভক্তগণ প্রকৃত গৌরসেবার উদ্দেশে শ্রীচৈতন্যমঠের শরণাগত। শ্রীচৈতন্যাশ্রিত ভক্তগণ সম্প্রতি সংখ্যায় তিনকোটী ভারতবাসী ; কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যের শুদ্ধভক্ত নহেন, বিদ্ধভক্ত হইলেও তাঁহারা সকলেই গৌরদাস।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী মহাশয় আমার নিকট তাঁহার রচিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ইতিহাস' নামক একখানি সামাজিক ঐতিহ্য গ্রন্থ পাঠাইয়াছেন। সময় মত আমার তাহা দেখিবার ইচ্ছা থাকিল।

আমাদের শ্রীধাম বৃন্দাবনে অভিযানকালে আপনি যে কৃপাদৃষ্টি সিঞ্চন করিয়া অস্মদীয় গুরুবর্গকে সাদরসম্ভাষণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

পতিতপাবনদাসস্য অকিঞ্চনস্য,
ভাবৎকস্য
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বত্যভিধস্য

—:০:—

সাধুসঙ্গের দূরে অবস্থিতের মঙ্গলোপায়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর
ইং ২২।১২।২৭

[শ্রীনবদ্বীপধাম-বাস—হরিকথা-কীর্তনমুখরিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ—হরি-কথাবিরহিত স্থান জাগতিক ও দৈহিক সর্বসুবিধা-সত্ত্বেও পরিত্যাজ্য—ভগবদ্ভক্তসঙ্গে হরিকথা শ্রবণকীর্তনই জীবনে একমাত্র সর্বোচ্চ কাম্য—"গৌড়ীয়" ও মহাজনগ্রন্থ পাঠের দ্বারা সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির ভক্তমুখে সাক্ষাৎ হরিকথা-শ্রবণের ফল লাভ—শ্রৌতগ্রন্থ ও শব্দদ্বারে ভূতকালের ভগবল্লীলার কথা শ্রবণ-সুযোগ এবং আনুষঙ্গিকভাবে জাগতিক ক্লেশানুভূতি হইতে বিরাম—শ্রীভগবান্ ও ভক্তের অতিমর্ত্য চরিত্র সাধারণ লোকের অগম্য—বৈষ্ণবের ব্যবহারদুঃখ—প্রত্যেক বস্তুর অন্তরালে ভগবৎপ্রীতি-উপলব্ধি—শ্রেষ্ঠকাম্য কি ?—পৃথিবী বা সংসার পরীক্ষার স্থল—পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র অমোঘ উপায়—ভগবদ্ভক্তের সর্বত্র ভগবদ্দর্শন ও অভক্তের সর্বত্র নাস্তিকতানুভূতি—তটস্থাবস্থায় জীবের চিত্তবৃত্তি— বিষয়ের স্বভাব।]

* * *

আপনার একখানি পত্র * * নিকট হইতে গতকল্য পাইয়াছি। ইতঃপূর্বে অনেক দিন হইল, আর একখানি পত্র পাইয়াছিলাম, পশ্চিম-প্রদেশে যাইবার পূর্বেই। নানাস্থানে ভ্রমণের জন্য সেই পত্রের উত্তর যথা-কালে দিতে পারি নাই। পশ্চিমদেশের বিভিন্নস্থানে উৎসবের কথা 'গৌড়ীয়ে' ও ভক্তগণের মুখে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। সর্বত্রই শ্রীমহাপ্রভুর কথা ভাললোক মাত্রেই শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছে। * *

শ্রীনবদ্বীপধাম ভগবদ্ভক্তগণের পরম আদরের ক্ষেত্র। এই ধামের সর্বত্রই ভগবৎস্মৃতির উদয় হয়। তজ্জন্য বিশেষ ইচ্ছা হয় যে, এখানে

আরও কিছুদিন বাস করি। অন্যত্র হরিসেবার জন্য আমাকে প্রয়োজন হইলে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু পরম দয়াময়, সেই জন্য কলিকাতার মত স্থানেও বহু ভক্তগণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে সর্বদাই হরিকথা ও সকলেই হরিসেবা-প্রমত্ত। তাঁহাদের সঙ্গ আমার শেষজীবনে শ্রীপরীক্ষিৎ রাজার ভাগবত-শ্রবণের ন্যায় সর্বতো-ভাবে বরণীয়। যেখানে হরিকথা নাই, সে স্থল যতই আত্মীয়স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, আমার অন্তিমকালে সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়। ভগবানের কৃপায় সর্বত্র মঠাদিতে ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি দেখিয়া মহাপ্রভুর করুণার কথা চিন্তা করি। কোথায় বিষয়-রসের উপাদেয়তায় জীবন কাটাইতেছিলাম; সেই সঙ্গের পরিবর্তে আজ কিনা আমার নানা গন্তব্য স্থানে শ্রীভগবৎ-সেবা ও ভক্তগণের সঙ্গ লাভ ঘটিতেছে। এইরূপ ভাবে জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটাইয়া দিলে আমরা হরিবিমুখ হইয়া ক্লেশময় জীবন-যাপন করিব না।

আপনি * * * ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ হরিভজনপরায়ণ জনগণের নিকট অধিক হরিকথা শুনিতে পাইতেছেন না, তজ্জন্য ভাগ্যের প্রশংসা করেন নাই বটে, কিন্তু আপনার সর্বক্ষণ হরিসেবা-প্রবৃত্তি আপনাকে অন্যের সঙ্গ হইতে পৃথক্ রাখিতেছে। সর্বদা 'গৌড়ীয়' এবং ভক্তগণের গ্রন্থাদি নিজে নিজেই পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই ভক্তদিগের মুখে হরিকথা শ্রবণফল লাভ ঘটিবে।

যদিও এই পৃথিবীতে অপ্রাকৃত রাজ্যের বহু ভক্তের সাক্ষাৎকার আমরা লাভ করি না, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের ভক্তগণের কথোপকথন ও লীলাকথা গ্রন্থরূপে ও শব্দরূপে নিত্যকাল বর্তমান আছে বলিয়া আমাদের জাগতিক ক্লেশে তাদৃশ কষ্টের অনুভূতি হয় না। আমরা যদি অপ্রাকৃত

রাজ্যের কথায় এখানে বাস করি, তাহা হইলে তাদৃশী স্মৃতি আমাদিগকে জাগতিক কষ্ট হইতে তফাৎ রাখে।

যেখানেই থাকুন, ভগবৎ-কথা আপনাকে ছাড়িয়া যাইবে না। সাংসারিক সকল কথার মধ্যেই ভগবানের স্মৃতি ও ভগবদ্ভক্তির কথা বুঝিতে পারিবেন। ভগবানের ইচ্ছা হইলে পুনরায় এতৎ প্রদেশে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ উপস্থিত হইবে। তখন পুনরায় হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইবেন। ভগবান্ যে অবস্থায় ভক্তগণকে রাখিয়া সুখী হন, সেই অবস্থায়ই বাস করিয়া নিজের দুঃখাদি ভুলিয়া থাকাই উচিত।

ভগবানের কথা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, ভক্তগণের অলৌকিক চরিত্র, সাধারণ সংসারের লোকেরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হৃদয়ে ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হইলেই সকল অবস্থাতেই হরিস্মরণ হইয়া থাকে।

আপনি পারত্রিক-মঙ্গলের জন্য সর্বদা চেষ্টা বিশিষ্টা, সুতরাং গ্রন্থরূপে ভগবান্ তাঁহার কথা সকল আপনার হৃদয়ে প্রকাশিত করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥"

আমাদের পরীক্ষার জন্য ভগবান্ সর্বদাই জগতের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক বস্তুর অপর পারে তাঁহার আবির্ভাব লক্ষ্য করিলেই আমাদের আপাত-প্রতীতি কমিয়া যায়।

"অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

তাদৃশ ভাগ্য আমাদের কবে উদয় হইবে, যে দিন আমরা সর্বত্র শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে এবং তাঁহার অনুসরণে নিযুক্ত হইয়া ভক্তিপথের যাত্রী হইব।

ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। **এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্তন শ্রবণ করিতে হয়,** সেই কীর্তন গ্রন্থ-মুখে আপনি শুনিতেছেন, সুতরাং আপনার কোন অভাবের মধ্যে অবস্থিতি মনে করা, উচিত নহে।

হিরণ্যকশিপু একদিন ভূমণ্ডলে ভগবান্ নাই স্থির করিয়াছিলেন এবং প্রহ্লাদের সহিত নানা বিরুদ্ধযুক্তি ও চেষ্টা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব স্তম্ভের মধ্য হইতে প্রকটিত হইয়া হিরণ্যকশিপু এবং সমগ্র জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত সর্বত্রই ভগবদ্দর্শন করেন, আর ভগবদ্বিদ্বেষী সর্বত্রই ভগবানের অস্তিত্ব পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে না।

মধ্যবর্তি-স্থানে আমরা অবস্থিত হইয়া হরিসেবায় রুচি দেখাই, পরক্ষণেই আবার বিষয়ভোগে ব্যস্ত হই। হরিসেবায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছাক্রমেই আমাদের বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয়। বিষয়ে তাৎকালিক সুখ ও দুঃখভোগ বর্তমান, হরিসেবায় নিত্যা ভক্তি ভগবানের আনন্দবিধান করে। আমরা সেই আনন্দের উদ্দেশে সর্বদা সেবাপর থাকিতে পারি।

এই বিস্তৃত পত্রপাঠে আপনার তাৎকালিক কিছু উপকার হইবে কিনা জানিনা ; আমি ভাষাজ্ঞানে নিতান্ত অপটু, সকলকে সব কথা বুঝাইয়া বলিতে আমার সামর্থ নাই বলিয়াই অনেক সময় নিস্তব্ধ থাকি।

উৎসবের পূর্বেই শ্রীচৈতন্যমঠের যে সকল আবশ্যক, এখন সেই সকল কার্যাদি হইতেছে। শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীতে গৌর-কুণ্ডের দক্ষিণ-পার্শ্বে শ্রীমান্ * * দিগের সিংহদ্বারের সহিত গৃহ প্রস্তুত হইতেছে।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ের কৃত্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

লিস্‌মোর কটেজ
লাইমখেরা শিলং
ইং ১৭।১০।২৮

[কুরুক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে ভক্তির পথিকগণের কৃত্য—মাথুরবিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবাই পরম ধর্ম—কৃষ্ণসেবার উদ্দীপনাভাবে বিষয়-ভোগ—লীলা-কথার অর্চা-দ্বারা আচার্য্যকর্তৃক বিষয়িগণের সেবাবৃত্তির উন্মেষসাধন—বিষয়-বাসনায় খর্বতা-সাধন ও জীবনে সফলতা লাভের স্বাভাবিক উপায়—কুরুক্ষেত্রে ভক্তগণের সেবা-চেষ্টায় কর্ম্মিগণেরও মঙ্গল—শুদ্ধভক্তি-প্রচারে আনুকূল্যফলে অসৎসঙ্গী বিদ্ধমতাবলম্বী ব্যক্তিগণেরও অজ্ঞাত সুকৃতির সম্ভাবনা।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্রাদি ও কয়েকখানি টেলিগ্রাম পাইয়াছি। অদ্য আপনাকে কুরুক্ষেত্রে আনুকূল্য-প্রেরণের জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছি, কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে যে উৎসব হইবে, তাহাতে ভক্তিপথের পথিকদিগেরও অনেক কৃত্য আছে। আমাদের সেব্যবিগ্রহ আশ্রয়জাতির ভগবৎপরিকরগণকে বহুদিনের বিরহকাতরতা হইতে রক্ষা করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করাইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে লইয়া যাইতে হইবে। সুতরাং **মাথুর-বিরহকাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম।** ঐশ্বর্য্যপ্রধান রসের উপাস্য বস্তু হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকিলেও তাঁহাকে চিন্ময় রথে আরোহণ করাইয়া স্যমন্তপঞ্চকে "সন্নিহিতসরে" সূর্য্যগ্রহণোপ-লক্ষে আনাইতে হইবে। তজ্জন্য রথের আবশ্যকতা আছে।

আপনি জানেন—এই সকল সেবাকার্য্যে আমাদের কিছু প্রাপঞ্চিক ব্যয় আছে। আমরা বিষয়াবদ্ধ জীব—কৃষ্ণসেবার উদ্দীপনাভাবে বিষয়-ভোগে ব্যস্ত সুতরাং আমাদের নিকট এই সকল লীলা-কথা অর্চারূপে প্রকটিত হইলে আমাদেরও সেবাবৃত্তির উন্মেষ দেখা দিবে। বিষয় ও আশ্রয়ের মিলনকার্য্যই আমাদের সেবনধর্মের আদর্শ। এতদ্ব্যতীত সেবাবিমুখ আমাদিগকে সেবোন্মুখ হইবার লীলাসমূহের উদ্দীপন ভজন-বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে, অর্থাৎ জড়জগতের বিষয়-সেবা হইতে নির্মুক্ত করাইয়া ভগবানের নিত্যলীলার সেবকগণের চেষ্টাসমূহ চেতনের বৃত্তিতে উদিত হয়।

শ্রী :: :: দ্বারকা হইতে রথোপরি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীব্যাসাশ্রিত গৌড়ীয় মঠে "সন্নিহিত-সরের" নিকট আনয়ন করাইবার জন্য নিযুক্ত আছে। তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য আপনারা যে যেখানে আছেন, স্বীয় কায়িক, মানসিক ও বাচনিক পরিশ্রমলব্ধ প্রাপঞ্চিক বিনিময় অর্থসংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। সময় বড়ই সঙ্কীর্ণ, লীলাসমূহের অর্চাসকল আমরা সকলে নিরীক্ষণ করিয়া তত্তদ্ভাবের অনুসরণ করিতে যাহাতে সমর্থ হই তদ্বিষয়ে সকলেরই আন্তরিক চেষ্টা করা কর্তব্য।

:: :: কে কাশীর উৎসব ও নৈমিষারণ্য দর্শন করাইয়া, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ বিজয়লীলায় শ্রীবৃন্দাবনের তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি 'লীলা' দর্শন করাইবেন। এই সকল লীলার সেবা করিতে পারিলে তাঁহাদিগেরও বিষয় বাসনা খর্ব হইয়া মানব জীবন সফলতা লাভ করিবে। সূর্য্যগ্রহণে 'সন্নিহিত-সর' বা ব্রহ্মতীর্থ ও স্যমন্তপঞ্চকের দ্বৈপায়ন-হ্রদে-স্নানাদি সকল পাপের বিঘাতক জানিবেন। বিশেষতঃ সূর্য্যোপরাগে ঐ সকল পুণ্যজলে স্নান করিলে

কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হয়; আর গৌণভাবে জড়ভোগবাসনা-রূপ পাপপুণ্য-বাসনাও বিদূরিত হয়।

সূর্যোপরাগে বর্তমান বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়াবলম্বী বল্লভ-সম্প্রদায়ের সকলেই তথায় উপস্থিত হইবেন। গৌড়দেশ হইতে কুরুক্ষেত্র অনেক দুর বলিয়া অনেকেই সশরীরে তথায় উপস্থিত হইতে পারেন না। তাঁহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনের জন্য দূরে থাকিয়াও স্বতঃ পরতঃ চেষ্টিত হন। বলা বাহুল্য, যে সকল ব্যক্তি মাথুর-বিপ্রলম্ভের যে-কোন প্রকারে কৃষ্ণ-মিলনের সাহায্য করিবেন, তাহা যতই স্থূল হউক না কেন, তদভ্যন্তরে বিচক্ষণ পরিদর্শকের নিকট সেবার উৎকর্ষ পরিদৃষ্ট হইবে। যে সকল ব্যক্তি সশরীরে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণদর্শনে যাইতে পারিবেন না, তাঁহারা দূর হইতেও তাদৃশ মিলনের সাহায্য করিয়া সেই বিপ্রলম্ভভাবদ্বারা রসপুষ্টি সম্পাদন করিতে পারেন।

কর্ম্মি-সম্প্রদায় এই সকল বড় কথা বুঝিতে না পারিলেও যে সকল পুণ্যার্থী ব্যক্তি ভাস্করোপরাগে তথায় স্থূলভাবে ক্ষীণপাপ হইবার জন্য অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদের পুণ্যচেষ্টার অভ্যন্তরেও কৃষ্ণসেবা গৌণভাবে সম্পাদিত হইবে। তথায় এই বৎসর পুণ্যার্থিগণের ভাবী ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনঃ সংস্থাপনকল্পে চিকিৎসাগার স্থাপিত হইবে এবং অসুস্থগণকে সহায়তা করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইবে।

ঢাকা নবাবপুরে :: :: মধ্যে যে শুদ্ধ-ভগবদ্‌ভক্তির বিরোধ-স্রোত প্রবাহিত হইয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠোৎসবের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করায়, সেই স্রোতে ভাসমান ব্যক্তিদিগকেও কুরুক্ষেত্রোৎসবে সাহায্য করিতে বলিলে তাহারা জাতি-গোস্বামিগণের অপরাধ-স্পর্শ হইতে মুক্ত হইয়া অজ্ঞাত-সুকৃতির পথে চলিতে পারেন। ইতি—

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবাবৈশিষ্ট্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

লাইমখেরা, শিলং, ইং ১৭।১০।২৮

[আসামে শ্রীল প্রভুপা —কৃষ্ণ বলরামের জন্য কুরুক্ষেত্রে রথ-নির্মাণ—কুরুক্ষেত্রের গ্রহণসেবায় গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের আগ্রহ কেন ?—ব্রহ্মসর—কর্মিগণের গ্রহণ-স্নানোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে গমন ও অকৈতব বিপ্রলম্ভ-সেবানুরাগী গৌড়ীয়গণের কুরুক্ষেত্র-গমনের পার্থক্য—নির্ভেদ-জ্ঞানিগণের অপরাধময় কৃষ্ণসেবাবিমুখ 'সোহহং'-ভাব ও অপ্রাকৃত-প্রেমিকা গোপীগণের অপ্রাকৃত-কৃষ্ণসেবাময়ী পরমচমৎকারিণী বিপ্রলম্ভদিব্যোন্মাদিনী চরমাবস্থা।]

স্নেহবিগ্রহেষু,—

গতকল্য প্রফেসর বাবুরা নির্বিঘ্নে এখানে পৌঁছিলেন। * * এখন কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে আমাদের সকলেরই তথায় গিয়া কার্য্যে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য ছিল। কিন্তু নিমানন্দ-প্রভুর আগ্রহাতিশয্যে এ প্রদেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। কুরুক্ষেত্র হইতে পর পর পত্রাদি ও টেলিগ্রাম আসিতেছে। * * সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া এখনই তথায় আপনাদের যাওয়া প্রয়োজন। পরে আসাম প্রদেশে কার্য হইতে পারিবে। * * *

সূর্য্যগ্রহণের মাত্র ২৫ দিন বাকী আছে। * * * কুরুক্ষেত্রে গ্রহণের কথা U. P., the Punjab এবং Central India প্রভৃতি স্থানের লোক বিশেষভাবে অবগত আছে। অন্যূন ১৫ লক্ষ লোকের তথায় সমাবেশ হইবে।

আমাদের একটী রথ প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত Tupe-Well ও অস্থায়ী tentsএর আবশ্যকতা আছে। তথায় আমাদের একটা Medical Relief Missionও পাঠাইতে হইবে। প্রায় বহুদিন পরে এই সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হইয়াছে। গ্রহণোপলক্ষে গৌড়ীয়বৈষ্ণবের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে লিখিতেছি।

সূর্য্য গ্রহণের ব্রহ্মসরে স্নান বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে রামের (বলরাম) সহিত তথায় রথে গিয়াছিলেন। গ্রহণোপলক্ষে স্নান উদ্দেশ করিয়া ব্রজবাসিগণও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং **শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনপ্রয়াসী গৌড়ীয় ভক্তগণ এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহাদের উপাসনার সুষ্ঠুতা-সম্পাদনে যত্ন করিবেন। কুরুক্ষেত্রের আদর্শেই তাঁহার দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীগৌরসুন্দর জগন্নাথের অগ্রে গীতি গাহিয়া গোপীগণের বিপ্রলম্ভভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।** কর্ম্মিগণের পাপক্ষালনের জন্য ও পুণ্য মুহূর্ত্তে ভগবন্নামোচ্চারণের সুযোগের জন্যই সূর্য্যগ্রহণে তথায় স্নানাদির ব্যবস্থা।

জ্ঞানিগণের আলম্বন-বিভাবের বিষয়-বিচার লইয়া তাহাতে লীন হইবার অভিপ্রায় থাকে। কিন্তু গোপীগণের তন্ময়তা বিষয়জাতীয় কৃষ্ণাভিমানের ন্যায় উদিত হইলেও তাঁহারা কৃষ্ণতন্ময়তা লাভ করিয়াও পৃথক্ থাকেন। এই বিশিষ্ট-লীলার দ্বারা নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রহিত করিবার বিচার তাঁহারা পাইয়া স্ব-স্ব-বাউলিয়া ভাব ছাড়িয়া দিতে পারেন। সুতরাং তিন শ্রেণীর লোকেরই তথায় গ্রহণোপলক্ষে উপস্থিতি প্রয়োজন। তীর্থ মহারাজকেও এই পত্র জ্ঞাত করাইয়া উভয়ে পরমোৎসাহের সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন-সেবায় তৎপর হইবেন। আমরা এখানে আরও ৫।৬ দিন আছি। পরে গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ী হইয়া শীঘ্রই কলিকাতায় পৌঁছিব।

ইতি—

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

লিস্‌মোর কটেজ,
লাইমখেরা, শিলং,
ইং ২০।১০।২৮

[অনর্থদাসগণের অনর্থকে অর্থজ্ঞান--অনর্থযুক্তের সঙ্গ সর্বদা পরিত্যাজ্য —অনর্থযুক্তের ভক্তির ছলনায় দৌরাত্ম্য—নিজজনকে দুঃসঙ্গ হইতে সতর্কীকরণ—অনর্থময় অপরাধিগণের গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা—দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগের উপায় নিরপরাধে নামসংখ্যা-বৃদ্ধি ও 'গৌড়ীয়'-পাঠ—বাস্তব সত্যের কর্তৃনত্তাগতে অধিষ্ঠান সমস্ত লোকের অস্বীকারেও বিলুপ্ত হয় না—অনর্থের গুরুও মহানর্থযুক্ত—বহিরঙ্গা শক্তিই মহামায়া—অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি হইতে শ্রীসীতাদেবী--নীলকমলের পরিবর্তে রামচন্দ্রের চক্ষুৎপাটন-ঘটনা তামস-উপপুরাণ-কল্পিত অসুরমোহনপর মতবাদ—কৈবল্যদায়িনী শক্তি বিষ্ণুভক্তের নিকট মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত—রামচন্দ্র মহামায়ার কোনও দিন পূজা করেন না—মায়াশক্তির স্বভাবতঃ ভগবৎসেবা—ভোগিসম্প্রদায় মহামায়ার দ্বারা বঞ্চিত—কোন সময় জীবের শম্ভুতা-বিচার উদিত হয়—ভগবানের সম্ভোগময়ী লীলানুকরণ জীবের জন্য নহে—বিষ্ণুবিগ্রহমাত্রই পূর্ণব্রহ্ম—প্রাকৃত বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্তে অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যে দোষারোপ নির্বুদ্ধিতা—ঐশ্বর্যপর ও মাধুর্যপর বিচারে 'হরে রাম' শব্দের তাৎপর্যের পরস্পর পার্থক্য--অনন্য ভজনের আভাস প্রাপ্ত ব্যক্তিরও পতন-সম্ভাবনা নাই—তাহাদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা-জনিত স্বতন্ত্রতা হরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপায় শীঘ্রই অপনোদিত হইবে—তটস্থাশক্তিগত জীবের স্বতন্ত্রতার জন্য ভগবান দায়ী নহেন—ভগবান্ কাহারও স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করিয়া জীবকে অচেতন—পর্যায়ে পাতিত করেন না—যিনি সর্বত্র

গুরু দর্শন করেন, সেরূপ মহাভাগবতই জগদ্‌গুরু—একান্ত সত্যবিমুখ জনগণের শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিন্দায় যোগ্যতা—কপট অনুগতাভিনয়কারীর সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের কোন সম্বন্ধ নাই—দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞান এক নহে।]

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ২২শে আশ্বিন তারিখের পত্র কলিকাতা হইতে redirected হওয়ায় বর্তমান ঠিকানায় সেদিন শিলংএ পাইয়াছি। এখানে নানাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় আপনার পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারি নাই। বিলম্ব-জন্য ত্রুটী মার্জনা করিবেন।

অনর্থ-দাসগণ নিজ নিজ অনর্থকে অর্থজ্ঞানে যে পথে চলেন, সে পথ আপনি বা আমরা অনুমোদন করি না। নিন্দক পাপিসম্প্রদায় অপরাধ সংগ্রহ করিয়া ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হয়। শ্রীবেদব্যাসের অনুগত জনগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথার অনুসরণ করিয়া মঙ্গল লাভ করেন ও অমঙ্গল-পথের যাত্রিগণের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্যই আমাদের গুরুবর্গ গাহিয়াছেন যে, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করিবে। ভগবদ্ভক্ত উপদেশ-বাক্যদ্বারা আমাদের সঞ্চিত ভোগ্যনর্থ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেন সুতরাং ঐ সকল অনর্থযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণসেবার আবরণে, ভক্তির ছলনায় যে দৌরাত্ম্য করেন, তাহা তাঁহাদের শয়তানী মাত্র, উহাকে আমরা কখনও ‘ভক্তি’ বলিতে পারি না। সেই অপরাধিগণের সঙ্গপ্রভাব আপনার সেবারত চিত্তে যাহাতে বিক্রম প্রকাশ না করে, এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

অনর্থময় গৌড়ীয়-বৈষ্ণববিরোধী অপরাধিগণ গৌড়ীয়মঠের কার্য্যকলাপ বিষয়ে যে ভ্রমপূর্ণ ধারণা পোষণ করেন, সেই ভ্রমে সেবা করিতে করিতে তাঁহারা কংস, দন্তবক্র ও শিশুপালাদির অধস্তনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া

হরিভজন-বিরোধ করিতে থাকেন। এই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত ভজনের অনুকূল বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। যাঁহাদের অনর্থ বিনষ্ট হইবার কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারাই আপনার হরিকথা শ্রবণ করিবেন ও নিজের প্রয়োজনলাভ-চেষ্টার সাফল্য লাভ করিবেন।

আপনি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উপায়সমূহের মধ্যে নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার যত্ন করিবেন। প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিলে অপরাধি-জনগণ আপনার ভজনের ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না। যাহাতে প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিতে পারেন, সেইরূপ সময় করিয়া লইবেন। আপনি সর্বদা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিবেন এবং 'গৌড়ীয়' পাঠ করিয়া নিরপরাধী শ্রোতৃগণের মঙ্গল বিধান করিবেন।

অপরাধিজনগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া নিরয় লাভ করিবেন। তাঁহাদের প্রতি মনে মনে দয়া করিবেন। তাহাতেই তাঁহাদের মঙ্গল লাভ হইবে। সূর্য্যের অনস্তিত্ব-সম্বন্ধে যদি বহুলোক চীৎকার করে, তাহা হইলে প্রচণ্ড মার্তণ্ডের স্বভাবের বা অস্তিত্বের বিপর্য্যয় হয় না। সুতরাং প্রকৃত শুদ্ধভক্তের বিরুদ্ধে অপারধি-জনগণ যে সকল বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করেন, তদ্দ্বারা গৌড়ীয়ের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। যাঁহারা ঐরূপ অপরাধে ব্যস্ত হন, তাঁহাদেরই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। মহাবদান্য গৌরসুন্দর অপরাধি-জনগণের ত্রিতাপ দূর করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা গর্হণ করিতে অনর্থ-মুক্ত প্রাকৃত কবিরাজ সর্বদাই ব্যস্ত থাকিবে। অনর্থের গুরুদেব মহানর্থ; তিনিও তাহাকে অনর্থ-সাগরে অনাথ অবস্থায় রাখিয়া দিয়া নিজে দূরে সরিয়া থাকেন।

আপনার নাম—হৃদয়ানন্দ; আর অপরাধী, নাথহীন জনের নাম—'অনর্থ' জানিবেন।

আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে নিম্নে লিখিতেছি—

১। বৈষ্ণববিদ্বেষী শাক্তেয় মতবাদিগণ অনভিজ্ঞ জনগণের নির্বুদ্ধিতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশেই অধোক্ষজ-বিষ্ণুতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা কথা রচনা করেন। শ্রীরামচন্দ্র—বিষ্ণুবস্তু। বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার। বহিরঙ্গা শক্তিকেই মহামায়া বলা যায়; তিনি অসুরগণের মোহবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকারে অপরাধিগণকে বিষ্ণুভক্তি হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত রাখেন। অসুরগণের এইরূপই যোগ্যতা। "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্" শ্লোকই ইহার প্রমাণ। ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি হইতে সীতাদেবী প্রকাশিত। তিনি অনন্যভাবে রামচন্দ্রের সেবা করেন। যাহারা মহামায়াকে সীতাদেবী হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহাকে ভোগ করিবার বাসনা করে, এইরূপ রাবণের আশ্রিত জনগণের নিকট মহামায়াই বহুরূপিণী হইয়া নানাবিধ অসুরমোহিনী লীলা প্রদর্শন করেন। সমশীল ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কুপ্রবৃত্তিবশে ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া নানাপ্রকারে প্রেয়ঃকামের বিচার করেন, তাহার ফলে **নীলকমলের পরিবর্তে রামচন্দ্রের চক্ষূৎপাটন-ঘটনা তামস প্রবৃত্তি ভগবদ্বিমুখ জনগণের-নিমিত্ত তামস উপ-পুরাণে উল্লিখিত দেখা যায়।** বাল্মীকি ঋষি রাম-চরিত্র লিখিবার কালে এরূপ অপরাধের আবাহন করেন নাই। যে রামচন্দ্রের গৌণী শক্তির প্রভাবে এই প্রপঞ্চ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই শক্তিই রামচন্দ্রের ভক্তগণের আশ্রিতা মুক্তিস্বরূপিণী। 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের' "ভক্তিস্ত্বয়ি" শ্লোক আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন যে, কৈবল্যদায়িনী শক্তি মুক্তিদেবী মহামায়া ভগবদ্ভক্তের নিকট করযোড়ে নিত্যকাল অবস্থিতা। সুতরাং **মুক্তিদায়িনী দেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগে নিত্যকালই গর্হিতভাবে অবস্থান করিতে হয়।**

শ্রীরামচন্দ্র কখনও তাঁহার পূজা করেন না। রাবণের আশ্রিত জনগণ জগল্লক্ষ্মীদেবীর হরণকামনায়, দুরভিসন্ধিমূলক তামস বিচার অবলম্বন করেন। রামচন্দ্রের তটস্থা শক্তি হইতে উৎসব জীবকুল ইচ্ছা করিলে রাবণের সেবায় তাঁহার আরাধ্যা দেবীর সাহায্য রামচন্দ্রের উপর আরোপ করিতে পারেন। অনর্থযুক্ত শাক্তেয় মতবাদিগণ গায়ত্রী-গানকারী শুদ্ধ চিচ্ছক্তির অনুগত ভক্ত-সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্ম কর্মকাণ্ডিগণ এই সকল কথার প্রয়োজনীয়তা ধারণা করিতে পারে না। যেহেতু তাহারা মূঢ়তায় বিপন্ন হইবারই যোগ্য। স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র যেদিন তাহাদিগের বুদ্ধিযোগ দিবেন, সেই দিন তাহারা দুষ্কর্মের জন্য অনুতপ্ত হইবে। ভগবান্ সর্বদাই নিরুপাধিক শুদ্ধ-ভক্তের সেবা করিয়া থাকেন। তদীয় মায়াশক্তি স্বরূপতঃ ভগবানের সেবাই করিতেছেন। সেই সেবার মধ্যে বিমুখ লোকগুলিকে সেবোন্মুখ হইতে বাধা দেওয়াই তাঁহার ভগবৎসেবা। ভোগি-সম্প্রদায় সেই মহা-মায়ার সেবা করিয়া রামচন্দ্রের অন্তরঙ্গা শক্তির সেবায় বঞ্চিত হন। অতএব **মহামায়া রামচন্দ্র হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নহেন।**

শ্রীমদ্ভাগবত (১ম স্কঃ, ৭ম অঃ) বলেন,—ভগবানের অপাশ্রিত-মায়া ভগবানের আদরের বস্তু নহেন। জীবের মোহনের নিমিত্তই মায়াশক্তির ক্রিয়া। ভগবান্ কোন দিন মায়ার পূজা করেন না, বা মায়ামিশ্রিত হন না। যে কালে নির্বোধ জীব ভগবান্‌কে মায়ার পূজায় নিযুক্ত দেখে, তৎকালে সেই জীবের শত্রুতা-বিচার উপস্থিত হয়। বিষ্ণু কখনও মায়ার অধীন নহেন। পরন্তু বিষ্ণু ব্যতীত আর সকলেই মায়ার অধীন। বিষ্ণু—অদ্বয়জ্ঞান; তাঁহা হইতে ভেদবুদ্ধিতে যে দ্বৈত কল্পনা হয়, তাহা অশুদ্ধ-দ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ। "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান—সব মনোধর্ম। এই

ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম॥" বৈকুণ্ঠবস্তু বিষ্ণু কখনও মায়াধীন নহেন, তিনি—মায়াধীশ "মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

২। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ—ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব—মায়াধীশ; তাঁহাদের ভোগের উপকরণ বলিয়া যে সকল বস্তুর উল্লেখ দেখা যায়, সেই গুলি সমস্তই অপ্রাকৃত। আমরা—বদ্ধজীব, মায়ার বশ; সুতরাং প্রাকৃত বিচার অপ্রাকৃতে আরোপ করিতে যাওয়া—আমাদের বিচারভ্রান্তি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে সমর্থ, কিন্তু আমরা মাত্র শত মণ প্রস্তর খণ্ডের চাপে সর্ষপের ন্যায় নিষ্পেষিত হইয়া মায়াবদ্ধতাই দেখাই। কৃষ্ণ ও রাম রাসস্থলীতে বহু আশ্রিতজনের সেবাবস্তু। আমরা তাই বলিয়া তাদৃশ কার্য্যে উদ্যত হইলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করি।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণ ও রাম যদি মায়াতীত রাজ্যে মৎস্য ও পশুর সেবা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐগুলির কোন প্রকার ক্লেশ হয় না। পক্ষান্তরে আমরা যদি কাহারও হিংসা দূরে থাকুক, অসম্মান সূচক বাক্যও বলি, তাহা হইলে হিংসিত বা নিন্দিত প্রাণী নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হয়। আমাদের অবৈধ কার্য অপ্রাকৃত বিগ্রহগণের লীলার সহিত কখনও সমপর্যায়ে গণিত হইতে পারে না।

৩। শ্রীরাম—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। বিষ্ণুবিগ্রহমাত্রেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। বিষ্ণুবিগ্রহ কখনই মায়ারচিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্যবস্তুবিশেষ নহেন।

৪। ভক্তি-যোগমায়া বা প্রেম-যোগমায়া—নিত্যা, বহিরঙ্গা মায়ার রচিত নশ্বর পদার্থ নহেন। ভক্তি-যোগমায়াই শ্রীস্বরূপ পরমাত্মার সহিত অবিমিশ্র জীবাত্মার সংযোগ বিধান করেন। যোগমায়াকে 'মহামায়া' বলিয়া প্রপঞ্চের বৃত্তিবিশেষ মনে করিলে অপ্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক ভাবা হয়। প্রাকৃত জগতে বস্তুসমূহের মধ্যে যে ভেদ আছে এবং তাহার

সংযোগকারিণী যে শক্তি, তাহা হেয়তা-দোষের আকর। অপ্রাকৃত জগতে তদ্রূপ বিচিত্রতার কোন দোষ নাই। যেহেতু 'দোষ'-নামক হেয় পদার্থ এই ভূতাকাশের ন্যায় পরব্যোমে স্থান লাভ করে না। যোগমায়া—শ্রীহরির চিচ্ছক্তি,—এই কথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে সপ্তশতী চণ্ডীতেও লিখিত আছে। হরিবস্তুতে যোগমায়া শক্তি অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার পাঁচ প্রকার রসাশ্রিত আশ্রয়জাতীয় সেবক-সেবিকাগণের কৃষ্ণসেবার উপযোগী উদ্দীপন-ভাব স্থায়িভাব-রতিতে মিলিত হয়। **প্রাপঞ্চিক বিচার লইয়া অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যে দোষারোপ করিতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ।** চিত্তশুদ্ধি হইলেই এই সকল কথার উপলব্ধি ঘটে।

৫। ঐশ্বর্যপর বিচারে যে সেবোন্মুখতা, তাহাতে যে 'হরে রাম'-শব্দ উচ্চারণ, তদ্দ্বারা দশরথ-নন্দনকেই বুঝায়। কিন্তু মাধুর্যপর ভক্তগণ গোপীরমণকেই 'রাম' বলিয়া জানেন। তিনি নন্দের নন্দন। সেখানে 'রাম' শব্দে রাধারমণের সেবা বিহিত হয়, সেই স্থলে 'হরা' শব্দের সম্বোধন-পদেই পরা শক্তির আকর-বিগ্রহ শ্রীবৃষাকপি-তনয়াকেই বুঝায়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে যাঁহারা দীক্ষা সমাপ্তি না হইতেই "দীক্ষা সমাপ্ত হইল" জানিয়া অন্যত্র চলিয়া যান, সেই সকল ব্যক্তি দুঃসঙ্গফলে যদি কিছু অধঃপতিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রাক্তনদোষ নিঃশেষিত হইলে তাঁহারা পুনরায় গৌড়ীয় মঠের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিবেন। **অনন্য-ভজনের মূলমন্ত্রের আভাসমাত্র যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের কখনও পতনের সম্ভাবনা নাই।** তবে, প্রাক্তন বৈষ্ণবাপরাধফলে তাঁহারা যে গৌড়ীয় মঠের আশ্রিত পরিচয়ে মঠের শাসন স্বীকার করেন না, তাহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত দৌর্বল্যজনিত। ভগবৎকৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

পাইলে কোনরূপ দুষ্প্রবৃত্তির আবাহন সম্ভাবনা হইবে না। আপনি যত্ন করিয়া সেই সকল ন্যূনাধিক বিচ্যুত জনগণকে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করিবেন—ইহাই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয়।

যে সকল অনভিজ্ঞ জন মহাভাগবতের মহাবদান্য-লীলা ধারণা করিতে অসমর্থ, সেই সকল অবিবেচক বলিয়া থাকে যে, গৌরসুন্দরের আশ্রিত কালাকৃষ্ণদাস কেন ভট্টথারিগণের স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াছিল? কেন ছোট হরিদাস গৌরসেবার ছলনায় ভক্তের আদর্শ অনুসরণ না করিয়া ইতরচেষ্টা যুক্ত হইয়াছিল? কেন রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর আনুগত্য পরিহার করিয়াছিল? অদ্বৈতাচার্যপ্রভুর কতিপয় সন্তানব্রুব, বীরভদ্রপ্রভুর কতিপয় শিষ্যব্রুব কেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছিল? অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারগত বিচারকে দূষিত করিয়া যে সকল কথা প্রচার করে, তাহা অনভিজ্ঞ জনগণের আদরের বস্তু হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেই নির্বোধ ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্য বা তদাশ্রিত মহাভাগবতগণের লোকাতীত মহাবদান্য-লীলার তাৎপর্যের মধ্যে যখন প্রবিষ্ট হইবে, তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, অযোগ্য আপামর সর্বসাধারণকে মঙ্গল-পথের সুযোগ প্রদান করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য, 'জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ যে কৃষ্ণদাস'—এই কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণদাস্য তাৎকালিক ভোগ সাম্মুখ্যক্রমে বিপর্যস্তভাবে যে কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা অনধিকার-রাজ্যের প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিন্দনীয় ব্যাপার হইলেও "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকের তাৎপর্য লঙ্ঘিত হয় না। মহাভাগবত জানেন সকলেই তাঁহার গুরু। তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্গুরু।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিচার-প্রণালী শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত, শ্রীমদ্ভাগবতবিদ্বেষী জনগণ তাহাদের সূক্ষ্মবিচারে স্বভাবতঃ বঞ্চিত হইয়া মূল তাৎপর্যগ্রহণে অসমর্থ। সুতরাং কৃষ্ণসেবাবর্জিত কামাদি-ষড়্‌রিপুর বশবর্তী জনের বিচার গৌড়ীয় মঠের আচার সম্পন্নগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অবস্থিত। ভোগীর কর্মকাণ্ডীয় বিচার ভক্তিপথের আশ্রিত ভাগবতগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

ঠাকুর হরিদাস বলেন,—আমার নামগ্রহণরূপ দীক্ষা সমাপ্ত না হইলে আমি পাপ বা পুণ্যসংগ্রহরূপ কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিব না। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" অনভিজ্ঞ জনগণ তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ শিক্ষায় যদি গৌড়ীয় মঠের বা শ্রীমদ্ভাগবতের বিরুদ্ধ আচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই অপরাধী হইবেন। গৌড়ীয় মঠের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যাঁহারা পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া দুষ্কৃতির দণ্ডলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবত-বিমুখ হইয়া গৌড়ীয় মঠের নিন্দা করিবেন। উহাতেই তাঁহাদের যোগ্যতা। যেরূপ পুরীষের মক্ষিকা তারতম্য-বিচারে ঐ দুর্গন্ধপূর্ণ বস্তুরই আদর করিয়া তাহাতে আগ্রহান্বিত হয়, তদ্রূপ ঘৃণিতস্বভাব জনগণ শ্রীমদ্ভাগবত ও তদাশ্রিত শ্রীগৌড়ীয়ের নিন্দা করিয়া ঘৃণিত রুচিরই পরিচয় প্রদান করেন।

যিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্তী হইয়া গৌড়ীয় মঠের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাঁহার সহিত গৌড়ীয় মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই। যেরূপ যাত্রার দলের অভিনয়ে বাস্তব সত্যের অভাব লক্ষিত হয়, তদ্রূপ। যেরূপ কৃত্রিম স্বর্ণ স্থান অধিকার করিতে পারে না, তদ্রূপ কপটতাময়ী

ভক্তির আবরণ কখনই শুদ্ধভক্তির সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। অভক্তগণের ধারণা প্রয়োজনতত্ত্বে ত্রিবর্গসেবা বা ধর্ম, অর্থ, কাম অথবা মুক্তিপ্রার্থনা। গৌড়ীয়মঠ ভক্তিপথের পথিক হওয়ায় ঐরূপ অপস্বার্থ-বিশিষ্ট কাপট্য গৌড়ীয়মঠে থাকিতে পারে না। **দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞানলাভ—এক নহে।** শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার নিষ্কপট ভক্তগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্য বিরাজমান। যে সকল উলূকপ্রতীম ব্যক্তি আলোকদর্শনে অসমর্থ, তাহাদের নাম মায়াবাদী, কর্ম্মী ও যথেচ্ছাচারী অভক্ত।

আপনি এই সকল কথা অতি ধীরচিত্তে স্বয়ং আলোচনা করিবেন এবং যাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাহাদিগকেও এই সকল কথা শুনাইবেন। যদি সময় করিয়া উঠিতে পারেন, তবে অন্য কোন সময় সাক্ষাৎমত সকল কথা শুনিবার ও সকল সংশয় মিটিবার সুযোগ হইবে। আমরা সকলে ভাল আছি।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—):(—

অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর,
ইং ১৩।১২।২৮

[এঁচড়েপাকা বুদ্ধিদ্বারা অপ্রাকৃত ফল লাভ হয় না—সম্বন্ধজ্ঞান-হীনের অনুরাগ-পথে উন্নতাধিকার প্রাপ্তির অবৈধ-চেষ্টা জড়তাজ্ঞাপক—নাম-নামীতে ভেদবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য ভজন-কুশলের সেবা অপরিহার্য্য—প্রাকৃত-সহজিয়ার নামাক্ষর উচ্চারণাভিনয় তোতা-পাখীর ন্যায়—'ভজন' লোক দেখাইবার ব্যাপার নহে—উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম আলস্য-নাশক।]

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার পত্রে শাস্ত্রসারসংগ্রহ দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। এই সকল কথা চিত্তে ভাল করিয়া আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন যে, আলস্য হইতে জাত এঁচড়েপাকা বুদ্ধি প্রকৃত প্রস্তাবে ফলপ্রদানে অসমর্থ হয়। আমরা ক্ষুদ্র জীব, বিধিপথের পথিক; তবে রাগের বিরোধী নহি। রাগের কথা বড়, তবে আমাদের মুখে উহা শোভা পায় না। ছোট মুখে বড় কথা শুনিলে ভজনানুরাগিগণ হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিবেন।

কৃষ্ণ কি বস্তু, তাহা যাঁহার উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহার অনুরাগ-পথে উন্নতাধিকার-প্রাপ্তির চেষ্টা—আলস্যজ্ঞাপক; ইহাই মহাজনগণ পদে পদে বলিয়াছেন।

শ্রীভগবন্নাম ও ভগবান্ একই বস্তু। যাহাদের নিজের বদ্ধবিচারে নামনামীতে ভেদ বুদ্ধি আছে, তাহাদের অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য ভজনকুশল

জনের সেবা করা নিতান্তই আবশ্যক ; ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদভক্তগণ তাহা বর্ণন করেন। তোতাপাখীর ন্যায় আমরা যদি উহা আওড়াইতে যাই, তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে 'প্রাকৃত-সহজিয়া' বলিয়া নির্দেশ পূর্বক আমাদের আত্মম্ভরিতা কমাইয়া দিবে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ এইরূপ দুর্গতিপঙ্কে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া সেই সকল "পঙ্কে গৌরিব সীদতি" দলকে রাগানুগা ভক্তির মহিমা প্রদর্শন করিতে হইলে **স্বয়ং ভজনচতুর হইয়া অপরের মঙ্গল বিধান করিতে হয়।** সুতরাং লিখিত কথাগুলি আপনি ভাল করিয়া বুঝিবার যত্ন করিবেন। **'ভজন' বাহিরের বা লোক দেখাইবার বস্তু নহে।** উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিবেন, তাহা হইলে আলস্যরূপ ভোগ আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারিবে না।

আশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—

নৃমাত্রাধিকার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

২রা মার্চ, ১৯২৯

[স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে-মনুষ্যমাত্রেরই পারমার্থিকদীক্ষায় অধিকার—শাস্ত্রীয় প্রমাণ—আত্মা স্ত্রী-পুরুষ বা নপুংসক নহেন, অনাত্মপ্রতীতিতে স্ত্রীপুরুষাদি-বুদ্ধির উদয়—সামাজিকধর্ম লৌকিক বিচারে আবদ্ধ—পারমার্থিক নিত্যধর্ম যাজনই জীবমাত্রের কর্তব্য।]

পরমকল্যাণীয় শ্রীমান্ ঠাকুর প্রসাদ অধিকারী—

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রে সকল সমাচার অবগত হইলাম। ইহার পূর্বে আপনার স্থানান্তর গমনের কথা শুনিয়াছিলাম। আপান সীতাপুর হইতে অন্যত্র যাওয়ায় বাস্তবিকই আমাদের উৎসাহ ও সাহস কম হইয়াছে। যাহা হউক, ভগবদিচ্ছায় আপনার সুবিধা হইলেই আমাদের সুবিধা। সম্প্রতি এখানে শ্রীধাম-পরিক্রমা ও মহাপ্রভুর প্রকটোৎসবের জন্য আমরা নিযুক্ত আছি। এই কার্য্য শেষ করিয়া এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে অথবা মে মাসে হরিদ্বার যাইব, ইচ্ছা করিয়াছি। হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রমে তীর্থযাত্রা করিব। সুবিধা হইলে আপনাদের দর্শন করিবার ইচ্ছা আছে।

শাস্ত্রে সকলেরই পারমার্থিক দীক্ষার অধিকার আছে, তাহা সাধারণ লৌকিকী দীক্ষার ন্যায় সম্প্রদায়-বিশেষে আবদ্ধ নহে। কতিপয় প্রমাণ এস্থলে উদ্ধার করিতেছি। তাহার অর্থ পণ্ডিত মহাশয়কে বুঝাইয়া দিবেন,—

"তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি।
সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াম্ ॥"

তথা চ স্মৃত্যর্থসারে। পাদ্মে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষ সংবাদে—

"আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীশূদ্রৈশ্চৈব পূজনম্।
কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি ॥
শূদ্রানাং চৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চনম্।
সৰ্ব্বে চাগম-মার্গেণ কুর্য্যুর্বেদানুসারিণা ॥
স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি বিষ্ণোরারাধনাদিষু।
পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥"

অগস্ত্যসংহিতায়াং শ্রীরামমন্ত্ররাজমুদ্দিশ্য,—

"শুচিব্রততমাঃ শূদ্রা ধার্মিকা দ্বিজসেবকাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চান্যে প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
লোকাশ্চণ্ডালপর্য্যন্তাঃ সর্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ৯১ সংখ্যা)

যথা বৃহদ্গৌতমীয়ে,—

"অথ কৃষ্ণমনূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদান্।
যান্ বৈ বিজ্ঞায় মুনয়ো লেভিরে মুক্তিমঞ্জসা ॥
গৃহস্থা বনগাশ্চৈব যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব সর্বে যত্রাধিকারিণঃ ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ১০৩ সংখ্যা)

বিশেষতঃ জীবমাত্রেই ভগবানের সেবা করিবার জন্যই মনুষ্যজন্মলাভ করে। পশ্বাদি জন্মে দীক্ষা সম্ভবপর হয় না বলিয়া মানবজন্মেরই প্রাধান্য শাস্ত্রে উক্ত আছে।

"দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু॥
তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্॥"

স্কান্দে কার্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে,—

"তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈন লব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ॥"

তত্রৈব শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনী সংবাদে বিষ্ণুযামলে চ,—

"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৩ ও ৪ সংখ্যা)

আত্ম—স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক নহে। কর্মফলবাধ্য জীব আত্মবিস্মৃতিক্রমে অনাত্ম-উপাধিতে স্ত্রী-পুরুষাদি বুদ্ধি করিয়া থাকে। তাহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥" (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

ভাগবতের এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যাহাদের 'আমি'তে পুরুষ ও স্ত্রী বুদ্ধি হয়, স্থূল ধর্মশাস্ত্রের বিচারে আবদ্ধ থাকিবার বিচার আছে, তাহারা—গরুর মধ্যে গর্দ্দভ।

বিশেষতঃ—

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।

ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্মাণি যুজ্যমানঃ"॥ (ভাঃ ৬।৩।২৫)

ভাগবত-বিচার বুঝিতে না পারিয়া বদ্ধমোক্ষবিৎ না হইয়াই অনেকে পারমার্থিক দীক্ষা লাভ করিতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু স্ত্রীপুরুষ সকলেরই পারমার্থিক-দীক্ষায় অধিকার আছে—ইহা কোন সনাতনধর্মাবলম্বী পণ্ডিত অস্বীকার করিতে পারেন না। আত্মা কখনই প্রপঞ্চের স্ত্রী নহে। স্বরূপবোধের অভাবে যে সকল সামাজিকধর্ম লৌকিক বিচারে আবদ্ধ, উহা অতিক্রম করিয়া সকলেরই সাধুপথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

১লা মে, ১৯২৯

[পঞ্চরাত্র-দীক্ষায় দীক্ষিতের অর্চন, মন্ত্র ও গায়ত্রী-জপ— বৈষ্ণবগণ শিবকে কিরূপ বিচারে দর্শন করিবেন ?—ব্রহ্মগায়ত্রী, গুরুগায়ত্রী, প্রভৃতি কীর্তনোদ্দেশ্যে জপ্য--লক্ষ্যনাম-গ্রহণে অসমর্থকে 'পতিত' কহে।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

কএকদিবস পূর্বে আপনার একখানি কৃপালিপি পাইয়াছিলাম ; কিন্তু কার্যগতিকে সময় মত উত্তর লিখিতে পারি নাই। সম্প্রতি আপনার ১৩।১।৩৬ তারিখের পত্র পাইলাম। ভগবৎকৃপায় ভাল আছি। কএকদিবস শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করিয়া শারীরিক কোন অসুবিধাই হয় নাই। ইচ্ছা আছে, জ্যৈষ্ঠ-স্নান পর্যন্ত এখানেই থাকিব।

প্রাপ্তমন্ত্রদ্বারা অর্চন করিবার ইচ্ছা থাকিলে অর্চন করিবেন, নতুবা প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় দ্বাদশবার মন্ত্র ও গায়ত্রীসমূহ জপ করিতে পারেন। জপাদি করিবার কালে বৈক্লব্য উপস্থিত না হইলে জপাদি সুষ্ঠু হইতেছে, জানিতে হইবে।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ও শ্রীবাণলিঙ্গ পূজার ব্যবস্থা করিয়া যখন বান্ধব * * মহাশয়ের বাড়ীতে ঠাকুর রাখিয়াছেন এবং তথায় পূজাদি হইতেছে, তখন আর আপনার সে বিষয়ে অধিক চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। যখন ঐসকল মূর্তি পুনর্গ্রহণ করিবেন, তখন যথাবিধি তাঁহাদের পূজা বিহিত হইবে। ঐসকল বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ পত্রমধ্যে লিখা সম্ভবপর নহে। তবে জানিবেন, মহাদেবের নিকট পূর্ব আচার্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইরূপ বিজ্ঞপ্তি জানাইতেছেন—

"বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম-সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি যুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥"

রুদ্র দেবতাকে বিষ্ণু হইতে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাঁহাকে বৈষ্ণবরূপে দর্শন করিতে হয়; বিষ্ণুর গুণাবতার-রূপে দর্শন করিলে আধিকারিক দেবতা মাত্র জ্ঞান হয়। বিষ্ণু-কলেবরে বিকারের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু শাম্ভবলীলায় প্রকৃতি গুণের সহিত সম্বন্ধ আছে। কাজেই বিষ্ণু হইতে ভেদ-দর্শন আসিয়া পড়ে।

ব্রহ্ম-গায়ত্রী, শ্রীগুরু-গায়ত্রী, শ্রীগৌর-গায়ত্রী ও কাম-গায়ত্রী গান করিবার উদ্দেশ্যে জপ করিতে হইবে। সংখ্যানাম ক্রমশঃ লক্ষ সংখ্যা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিবেন। লক্ষ নামের কম হইয়া গেলে তাহাকে 'পতিত' বলা হয়। সুতরাং অপতিত নাম করিবারই যত্ন করিবেন। অর্চনকালে জল, তুলসী, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ,—সকলই হরিসেবার জন্য ব্যবস্থা করিবেন। কার্তিক মাস পর্য্যন্ত আপনি তথাকার কার্য্যে আবদ্ধ থাকিবেন, জানিলাম। ভগবৎকৃপা হইলে তাহার পূর্বেও আপনার অবসর হইতে পারে।

আপনার যে স্থানে থাকিয়া হরিসেবা করিবার অভিপ্রায় হয়, সেই-রূপই করিতে পারিবেন। এসম্বন্ধে ক্রমশঃ আলোচনা হইতে পারিবে। আপনার সুদৃঢ় ভগবদনুরাগ দর্শন করিয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ হইতেছে। তাহাতেই জানিয়াছি, ভগবানের কৃপা আপনার উপর অত্যন্ত অধিক, নতুবা কুসংস্কার কেহ এত শীঘ্র ছাড়িতে পারে না। * * *

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
ইং ৫।৭।২৯

সুখ-দুঃখ কর্ম্মপথে অবশ্যম্ভাবী—সাংসারিক অসুবিধা ভগবানের করুণার নিদর্শন—ভগবানের পরীক্ষা—সর্ব্বাবস্থায় ভগবৎসেবকই ধন্য।

সম্মানভাজনেষু—

আপনার ১৫ই আষাঢ় তারিখের পত্র পাইয়া আপনার বৈষয়িক বিপত্তির সম্বন্ধে অবগত হইলাম। কর্ম্মপথে ভ্রমণ করিতে গেলে কখনও দুঃখ, কখনও সুখ আসিয়া আমাদিগকে বিপন্ন করে। **সাংসারিক অসুবিধা হইলেই ভগবান্ সেই সময় আশ্রয়স্থল হইয়া নিজের সেবায় অধিকার দেন।** গীতায় লিখিত আছে ;—

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"

সুতরাং ভগবৎসেবায় আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার বিচারে একমাত্র কর্ত্তব্য।

ভগবান্ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং আমাদিগের মঙ্গল বিধানের জন্য নানাপ্রকার অসুবিধা এই প্রপঞ্চে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ গুলিই আমাদিগের মঙ্গলের কারণ জানিয়া আমরা তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই ধন্য। সকল অসুবিধার মধ্যে ভগবৎকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোনই নিবেদন নাই।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাত্বত-স্মৃতি-বিধি অবশ্য পাল্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম মায়াপুর

৪ঠা এপ্রিল ১৯৩১

[প্রাগ্‌বর্ণের স্থূলদেহনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যুতে বৈষ্ণবদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির অশৌচাদি গ্রহণ বা অক্ষৌরবিধান অবৈধ আচরণ—ঐরূপ কার্য্য স্বেচ্ছাকৃত হইলে প্রায়শ্চিত্তার্হ—বৈষ্ণবশাসন-বিধি মর্য্যাদা-পথে অবশ্য পাল্য—বিমুখ আত্মীয় স্বজনকে বলপূর্ব্বক ঐসকল বিধি-পালনে প্ররোচনা সুফলজননী নহে জানিয়া তাহাদের সঙ্গ হইতে কায়মনোবাক্যে স্বতন্ত্র থাকাই কর্তব্য।

স্নেহবিগ্রহেষু,—

শ্রীযুক্ত * * * নামীয় আপনার লিখিত পত্রে জানিতে পারিলাম যে, কোন দীক্ষিত বৈষ্ণব তাঁহার প্রাগ্‌বর্ণের অগ্রজের মৃত্যু-উপলক্ষে অশৌচাদি গ্রহণ বিচার করিয়া অক্ষৌর-বিধান অবলম্বন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা বৈদিক বৈষ্ণব-সমাজ-বিধি অতিক্রান্ত হওয়ায় আপনি ন্যূনাধিক ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন।

যদি এরূপ কার্য্য অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে এই বিষয়ে বৈষ্ণব-স্মৃতির তাৎপর্য্য জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যদি তিনি **স্বেচ্ছাপূর্ব্বক** অশৌচ-বিধি স্মার্ত্তের শাসনানুগত্যে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধান সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিবার বিচার তাঁহার না থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণব-স্মৃতিলঙ্ঘনজনিত অসদাচার উঁহাতে উপস্থিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য **জ্ঞানপূর্ব্বক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া আবশ্যক।**

প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষ্ণব-শাসনবিধি মর্য্যাদাপথে কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না। যেখানে বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয়, তৎস্থলে ভক্তির আদরকারী জনগণ হরিসেবার অনুকূলে ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্ত সমাজের শাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য, নতুবা স্মার্ত্তের আনুগত্যে পারমার্থিক চেষ্টায় ঔদাসীন্য লক্ষিত হইবে।

দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবস্মৃতিবিধি পালন করিবেন; অকরণে প্রত্যবায় আছে। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্ব আত্মীয়-স্বজন নামে পরিচিত, তাঁহারা যদি বৈষ্ণবস্মৃতি বিধি পালনে বাধ্য না হন, তাহা হইলে অদীক্ষিত পূর্ব্ব বর্ণোচিত স্মার্তবিধিপালন ব্যক্তিদিগকে তাহাদের অধিকার-বিচারে বিমুখ হইয়া তাহাদের প্রতি বৈষ্ণববিধি বল-পূর্ব্বক স্থাপন করিতে গেলে কখনই সুফল লাভ ঘটিবে না সুতরাং তাহাদিগকে প্রেতশ্রাদ্ধাদি ও আদান-প্রদানাদি কাজে তাহাদের পূর্ব্বাচরিত বিধি পালন করিতে দিয়া দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ঐ সকল কার্য্য অনুমোদন করিবেন না, অথবা ঐ সকল কার্য্যে বাধা দিবার জন্যও উদ্যত হইবেন না। নিরপেক্ষতাই অবলম্বনীয়; কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্ব বর্ণের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে গিয়া বৈষ্ণবস্মৃতির অনুগমন করার পক্ষে বাধা দিবেন না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:•:—

দুঃসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

ইং ৭।৫।৩০

[গৃহস্থ ভক্তমহিলাগণের ভজনপর গৃহে স্থিত হইয়াই কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণানুশীলন কর্ত্তব্য—কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগে জীবের বদ্ধভাব—অপসম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়-ভুক্ত বা অসৎসঙ্গী কপট ব্যক্তিগণের ত্যাগী, সাধু বা বৈষ্ণবের বেষ মাত্র দর্শনে তাহাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ কিংবা তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট-প্রদানাদি দ্বারা তাহাদের কোনও প্রকার সঙ্গ ফলে জীবের অধঃপতন অনিবার্য—বৈষ্ণবের বেশে কলির আক্রমণ—ধর্ম্মের নামে ভবিষ্যতে অধর্ম্মাচরণের সুযোগার্থ তীর্থবাসাদির ছলনা অপরাধময়—অনাত্মবিতের সঙ্গকারী ব্যক্তিগণের সঙ্গ শ্রেয়ঃ হইলেও শ্রেয়ঃপরিপন্থী—শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্তৃক পরমেশ্বরীমোদকের সহিত ব্যবহার-দৃষ্টান্তে লোক-শিক্ষাদান।]

:: :: ::

'শ্রীচৈতন্যদেব গৃহস্থভক্ত ও মহিলাগণকে ঘরে বসিয়া ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইতে বলিয়াছেন। কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিলে জীব বদ্ধ হইয়া পড়ে। তৎকালে কৃষ্ণেতর বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হয়।

সখীভেকিদলের যে কৌপীনধারী ব্যক্তির উচ্ছিষ্টগ্রহণে ভালমন্দ প্রশ্ন হইয়াছে, ইহা "সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়িবার পর 'সীতা' কার বাবা ?" প্রশ্নের ন্যায়। কালনেমী, ধর্ম্মধ্বজী, কৌপীনপরা পাষণ্ডগণের সহিত বাক্যালাপ-দর্শনাদি পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ; তাহাদের উচ্ছিষ্ট খাওয়া ত, দূরের কথা, তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট দিলেও অধঃপতন অনিবার্য। কলি নানামূর্তিতে বৈষ্ণবের বেশে জীবকে

পতিত করায়। ধর্মের নামে ভবিষ্যতে অধর্মবুদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে যে তীর্থবাস ও ধর্মের আচরণ, উহা আদৌ সঙ্গত নহে। এই জন্যই শ্রীরূপসনাতন প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদগণ প্রকটলীলা সম্বরণ করিয়া কেবল ভগবৎ সেবাই করিয়া থাকেন। নতুবা ধর্মধ্বজিগণের ধর্মের আচরণে বদ্ধজীবগণকে আরও বদ্ধভূমিকায় লইয়া যায়। যাহা-দের আত্মবিৎএর নিকট নিজেদের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি সর্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতি-প্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। শ্রীচৈতন্যের পরমেশ্বরী মোদকের পত্নীর সহিত নীলাচলে সম্ভাষণ ব্যবহার-তাৎপর্য আলোচনা করিলে সকল কথা হৃদয়ে আপনা হইতেই উদিত হইবে।

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আসক্তি ও হৃদয়-দৌর্বল্যের যুক্তি হরিগুরু-বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ সঙ্গ হইতে সুদূরে অবস্থানের কৌশল অনুসন্ধান করে এবং মায়ার ভজনকেই 'হরি-ভজন' বলিয়া স্থাপন করিতে চাহে—গৃহে মঠারোপ ও মঠে গৃহারোপ বা বিবর্ত-বুদ্ধি উভয়ই মনোধর্ম ও ভ্রমযুক্ত--দীক্ষিতের স্বপুত্র-স্বদেশ-স্বগৃহ-স্বজনাদি-বুদ্ধি স্বরূপবিস্মৃতির পরিজ্ঞাপক—গৃহভার্যাদির প্রতি কোনও প্রকার আসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল—অসৎসঙ্গে বিবর্তবুদ্ধির উদয়--হৃদয়-দৌর্বল্য হরিকথা হইতে দূরে থাকিবার অবসর অনুসন্ধান করিলেও তাহার একমাত্র মহৌষধ হরিকথা-শ্রবণ।

ইং ৬ই জুন, ১৯২৪

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার বিস্তৃত পত্র পাঠ করিলাম। শ্রীমান্ ভারতী মহারাজ * * হইতে আজ ৫।৬ দিন হইল শ্রীবিগ্রহ আনিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রী * * ও শ্রী * * উভয়েই আমলাযোড়া হইতে সঙ্গে আসিয়া-ছিলেন। তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ রাখিয়া উভয়েই স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন। ভারতী মহারাজ * * সকলকে হরিকথা বুঝাইয়া আসিয়াছেন।

আপনার পুত্র শ্রীমান্ * * মাতুল বাড়ী ও তাঁহার জননী পিত্রালয় অর্থাৎ তাঁহারা * * যাত্রা করিয়াছেন শুনিলাম, আপনার শ্যালকের বিবাহ-উপলক্ষ্যে। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আপনি শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব শেষ হইলে পুনরায় যথাবিধি সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া * * মঠ স্থাপন পূর্বক * * দাসকে ব্রহ্মচারী করাইবেন। তাহাতে আপনার জননী ও * * দাসের জননী উভয়েই পরম সন্তোষ

লাভ করিয়াছেন। :: :: কে ও আমি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে এখন পর্যন্তও আপনার চিত্ত-চাঞ্চল্য হ্রাস হয় নাই, সুতরাং অকালপক্ক ফলের ন্যায় মায়ামুক্ত হইয়া ভজনের কাল উপস্থিত হয় নাই। সে জন্য গৃহে থাকিয়া তাহাতে আসক্ত না হইয়া বাস করাই আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক। আপনার এই পত্র পাইয়াও তাহাই বুঝিলাম।

শ্রীবাস-অঙ্গনে আপনার জননী, আপনার পুত্র' :: :: জননী এবং আপনি পুত্রমোহে আসক্ত সকলে একত্র বাস করিলে :: :: :: মহাশয়ের কষ্ট হইবে এবং আপনারও ভজন ব্যাঘাত ঘটিবে। অবশ্য শ্রীবাস-অঙ্গন ও :: :: বাড়ী হরিভজন করিতে পারিলে দুই স্থানই এক। ভজন না করিতে পারিলে উভয় স্থানেই মায়া-মোহ আসিয়া হরিভজনের ব্যাঘাত করিবে। সে জন্য :: :: গৃহে থাকিয়া :: :: গৌরদাসাদির স্নেহে আপাততঃ কালযাপনই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ। গৃহব্রত-বুদ্ধিতে পুত্র, স্বজনাদির স্নেহ হরিভজনের ব্যাঘাত করিবে ইহা বুঝিতে পারেন না কেন? গৃহব্রত-বুদ্ধি ও হরি সেবাময় মঠ পৃথক্ বস্তু। যখন 'গৃহসেবাকেই' হরিসেবা মনে হইতেছে, তখন গৃহকে মঠে পরিণত করিতে গিয়া এক্ষণে মঠই চিরদিনের গৃহরূপে পরিণত হইতে চলিল। অনাত্মবস্তু পুত্রে আসক্তি দ্বারা 'হরি-সেবা' কখনই সম্ভবপর নয়। তাহাতেই যখন আপনি আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, তখন পুত্র-স্নেহই এক্ষণে ভজনীয় বস্তু হইয়া পড়িল। 'কে কাহার পুত্র'?—এই বিবেক নষ্ট হইল কেন বুঝা যায় না। অসংখ্য গৌরদাস পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। আবার কোন নির্দ্দিষ্ট গৌরদাসের পিতৃত্বাভিমান আপনাকে কেন গ্রাস করিতেছে বুঝা যায় না। জন্মান্তরে মুক্তদশায়ও যখন পুত্র, স্বদেশ, স্বগৃহ, জননী ইত্যাদি হরি-বিমুখ সঙ্গকেই হরি-সেবার অনুকূল বোধ হইতে লাগিল, তখন শুদ্ধ-হরি

ভজন-স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটিয়াছে জানিতে হইবে। এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য পরিহারপূর্বক কিছুকাল সৎসঙ্গে হরিসেবায় থাকিয়া পরে অন্য চিন্তা ও মায়ার বশীভূত হইলেও চলিবে। পুত্র-স্নেহ-পাশ, পত্নী-সহবাস সুখ প্রভৃতি নানা বিপজ্জনক বস্তু সর্বদা আমাদিগকে হরিভজন হইতে নিত্য কালের জন্য পতিত করায়। আপনি 'ভক্তি * *' হইয়া সেই সকলকে কেন প্রশ্রয় দেন! শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব শেষ হইলে পুত্রস্নেহ পাশে আবদ্ধ না হইয়া কর্তব্যকর্ম-বোধে * * * গিয়া কিছু দিন মঠাদির কার্য্য চালাইবেন। পরে সাধুসঙ্গ করা আবশ্যক। অসৎসঙ্গপ্রভাবে গৃহকথাকে 'হরিভজন' বলিয়া ভ্রান্তি ঘটায়, এরূপ জঞ্জাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এক্ষণে হরিজন-সঙ্গ ও শাস্ত্র শ্রবণ করুন্।

আপনার পত্র পাইয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, জানিবেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার হরিকথা শুনিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পত্নী-পুত্র-গৃহ ধনাদিতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ স্থাপনের পরিবর্তে ভোগ্যবুদ্ধিতে ব্যস্ত হইলেন কেন? কৃষ্ণ আপনাকে ইহা অপেক্ষা ভাল বুদ্ধি দিন, ইহাই প্রার্থনা করি।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—)::(—

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনম্"ই গৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপাস্য।

শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণকেই ভক্তি বলিয়া জানিবেন।

হরিনামের আর অন্য Alternative নাই।

যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না।

ভগবদ্ভক্তমাত্রেই প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিবেন ; নতুব বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবৎসেবা করিতে অসমর্থ হইবেন তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিত সকলেই ন্যূনকল্পে লক্ষ নাম গ্রহ করিয়া থাকেন।

অধঃপতিত বা অধঃপেতগণ 'একমাত্র ভজন' শব্দবা শ্রীনামভজনে বিমুখতাবশতঃ লক্ষ নাম গ্রহণ করিবার পরিব অন্য ভজনের ছলনা করেন, তদ্দ্বারা উহাদের কোন মঙ্গল হয় না।

অপরাধ ত্যাগ করিয়া হরিনাম গ্রহণের ইচ্ছা করিলে, সক সময় হরিনাম করিতে করিতে অপরাধ যাইবে।

আমাদের দুর্দৈব অপনোদনের অন্য কোনও উপায় নাই- শ্রীনামভজন ব্যতীত।

—:•:—

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ-সমূহ

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১ম স্কন্ধ ৩৫, ২য় স্কন্ধ ৩০,	
৩য় স্কন্ধ ৪৫, ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ৩০, ৭ম স্কন্ধ ৩০,	
৮ম স্কন্ধ (যন্ত্রস্থ) ৯ম স্কন্ধ (যন্ত্রস্থ)	
১০ম স্কন্ধ ১২০, ১২শ স্কন্ধ —	৩০-০০
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ	৪০-০০
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	৫০-০০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৩০-০০
প্রেমসম্পুট, গীতি-গ্রন্থাবলী	২-০০, ১৫,
শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণম্	৫০-০০
শ্রীসরস্বতীবিজয়	৩-০০
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	৩-০০
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	৩০-০০
শ্রীকেদারনাথ দত্ত	৩০-০০
শ্রীভজন-রহস্য	৪-০০
তত্ত্ববিবেক, তত্ত্বসূত্র, আম্নায়-সূত্র	২৫-০০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৩-০০
শ্রীনবদ্বীপধাম	৩-৫০
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্	৫-০০
শরণাগতি ১-৫০, গীতাবলী	২-০০
গীতমালা ১-৫০, কল্যাণকল্পতরু	১-৫০
সাধককণ্ঠমালা (১২শ সংস্করণ)	৫-০০
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা	৭-০০
গৌড়ীয়কণ্ঠহার	২০-০০
শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-খণ্ড	৫-০০
শ্রীব্রহ্মসংহিতা	৬-০০
সৎক্রিয়াসার-দীপিকা	১৫-০০
শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর	৩০
জৈবধর্ম	৩৫-০০
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৫-০০
অর্চনপদ্ধতি	৪-০০
শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা	২৫-০০
মহাজন-চরিতকথা	৪-০০
সচিত্র শ্রীকৃষ্ণলীলা	৫-০০
ছোটদের সচিত্র চৈতন্যলীলা	৫-০০
শ্রীচৈতন্যলীলামৃত	৬-০০
শ্রীভগবৎসন্দর্ভঃ	৫০-০০
উপদেশামৃত [টীকা ও অনুবাদসহ]	৩-০০
শ্রীশিক্ষাষ্টক [টীকা ও অনুবাদসহ]	৩-০০
চিত্রে নবদ্বীপ	৬-০০
শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৫-০০
শ্রীচৈতন্যদর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ	২০-২৫
শ্রীভাগবতধর্ম, শ্রীহরিনাম	২-০০
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৫-০০
বিলাপকুসুমাঞ্জলি	৪-০০
গুরুপ্রেষ্ঠ, প্রেমবিবর্ত	২-০০, ৪-০০
গৌড়ীয় দর্শনে পরমার্থের আলোক	২৫,
শ্রীশ্রীগৌর কিশোর লীলামৃত লহরী	৫,
শ্রীরাধাগোবিন্দ-গুণাবলী	৩-০০
গৌড়ীয় (মাসিক পত্রিকা) বার্ষিক ভিক্ষা	১৮-০০
শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা	৫-০০
প্রভুপাদের পত্রাবলী প্রথম খণ্ড	৪-০০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)	৬-০০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা : নদীয়া।

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ৭০-বি রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।